অচেনা অতিথি

একটি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(পুস্তক সংস্করণ + ইন্টারনেট/অনলাইন সংস্করণ)

মাঘ সংখ্যা-১৪৩২ ঃঃ জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি-২০২৬

কলকাতা বইমেলা ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন

Official Announcement: **49th International Kolkata Book Fair 2026**

REGISTERED OFFICE
Sital Daskarmakar
Proprietor / Editor - Achena Atithi
Ajuria, P.O.- Palashpai
Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721146
West Bengal
Govt. Trade Registration No.- 427

পত্রিকা সম্পাদক- শীতল দাসকর্মকার
Telephone Number : 9679856633
Whats App Number : 9679856633
E-mail : achenaatithimagazine@gmail.com
Website : www.achenaatithi.com
ইন্টারনেট (অনলাইন) সংস্করণ :
www.achenaatithi.com

বিঃদ্রঃ- এই ম্যাগাজিনটি অচেনা অতিথির ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও প্রচারিত।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

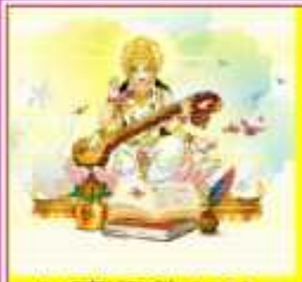

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(কয়েকজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে এই সংখ্যা প্রকাশিত ও প্রচারিত)

মাঘ সংখ্যা - ১৪৩২

—ঃ সূচিপত্র ঃ—

১। মাঘ সংখ্যা- ১৪৩২	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন	০১
২। সূচিপত্র	মাঘ সংখ্যা - ১৪৩২	০২
৩। শ্রদ্ধাঞ্জলী	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের	০৩
৪। সম্পাদকীয়	সম্পাদকের কলমে	০৪
৫। পাঠকের মতামত	পাঠকের কলমে	০৫
	ছড়া	
৬। গল্পকো-দাদু, যেমন যেমন	অতসী নাথ রায়	০৬
	কবিতা	
৭। সন্ত্রাস	কৃষ্ণা কর্মকার	০৬
৮। কষ্ট	ইন্দ্রনাথ দাস	০৭-০৮
৯। খনিজ	দ্বিজেন দাস	০৯
১০। শিহরণ, অবুঝ মন	বিশ্বজিৎ ঘোষ	০৯
১১। স্মৃতি-বিস্মৃতি	পলাশ মজুমদার	১০
১২। সেই অধিকার	ফাল্গুনী চন্দ্র চন্দ্র (কবির ছদ্মনাম)	১০
১৩। মৃত আত্মায় জাগে প্রেম	অসিত বরন দে	১১
১৪। যাত্রা পথের যাত্রী	অসিত বরন দে	১২
১৫। অবচেতন মনের সুখ	অসিত বরন দে	৩৩
১৬। বই	ইতি তরফদার	৩৪
১৭। চিরন্তন	রীনা অহিচ সরকার	৩৪
১৮। নববর্ষের ছোঁয়ায়, To The mothers in omen	উদয় মণ্ডল	৩৭
	পুরাণকথা	
১৯। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের তন্ত্র সাধনা	শিবন কুমার ঘোষ	১৩
	প্রবন্ধ	
২০। বিশ্বের ত্রাস, ধর্মের সন্ত্রাস	বিমলেন্দু মাইতি	১৪
২১। জাতীয় যুব দিবস	মনোজিৎ দাস	৩৮
	সাক্ষাৎকার	
২২। প্রাবন্ধিক মোহনচন্দ্র সাইনি	অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে	১৫-১৭
২৩। সাহিত্যিক দীপ্তি রানী দত্ত	অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে	১৮-২০
২৪। কবি অতসী নাথ রায়	অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে	২১-২৩
	গল্প	
২৫। বিদেহী আত্মার খোঁজ	সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়	২৪-২৭
২৬। পৌষ-পার্বন	বিচিত্রা সেন	৩৫-৩৬
২৭। হৃদয়ের গভীরে	সুরঞ্জনা চ্যাটার্জী	৩৯-৪০
	ধারাবাহিক উপন্যাস	
২৮। বংশীধরপুরের কবি	সত্যনারায়ন সৎপথী	২৮-৩২

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

ॐ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

যাঁরা আমাদের জীবনপথ থেকে সরে গেছেন, তাঁরা আসলে কোথাও মিলিয়ে যান না। তাঁদের শব্দ, ভাবনা ও সৃষ্টির আলো আজও আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। অচেনা অতিথি লিটল ম্যাগাজিন গভীর সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে সারা বিশ্বের সেই সকল সাহিত্য স্রষ্টাকে, যাঁরা তাঁদের জীবন মননের সুধা ঢেলে গেছেন মানব সমাজের কল্যাণে, অথচ আজ আর আমাদের মাঝে নেই।

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি অচেনা অতিথির প্রিয় লেখক ও লেখিকাদের, যাঁদের কলম আমাদের পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে বারবার। তাঁদের লেখা আজও আমাদের পাতায় দীপশিখার মতো জ্বলছে। একই সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সকল বিশ্বস্ত পাঠককে, যাঁরা পাশে থেকে আমাদের পথ চলার শক্তি দিয়েছেন— যাঁদের অনুপস্থিতি আজ গভীর শূণ্যতা তৈরি করে।

প্রস্থান কখনোই চূড়ান্ত নয়। স্মরণ, সৃজন ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তাঁরা অনন্তকাল ফিরে আসেন আমাদের কাছে। তাঁদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা— নম্র প্রণাম।

তাঁরা থাকবেন আমাদের হৃদয়ে, আমাদের প্রতিটি শব্দে, আমাদের প্রতিটি পদযাত্রার সাথে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সম্পাদকীয়

মাঘ মানেই শীতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক নীরব উজ্জ্বলতা। কুয়াশার আড়াল সরিয়ে রোদ যেমন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়, তেমনি মানুষের ভেতরের কথাগুলোও এই সময় শব্দ খুঁজে পায়। মাঘ আমাদের শেখায়— সংযমে সৌন্দর্য, নীরবতায় গভীরতা।

অচেনা অতিথি- র এই সংখ্যায় আমরা সেইসব লেখা একত্র করেছি, যেখানে জীবনের ছোট ছোট অনুভব বড় হয়ে উঠেছে। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে উঠে এসেছে স্মৃতি, অপেক্ষা, প্রেম, প্রতিবাদ— এবং প্রশ্ন করার সাহস। অচেনা হয়েও এই লেখাগুলো যেন আমাদের চেনা ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়ে।

পাঠকের হাতে এই সংখ্যা তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ। লেখক ও পাঠকের মিলনেই আমাদের পথচলা। মাঘের রোদে বসে, এককাপ চায়ের পাশে- এই সংখ্যার পাতাগুলো আপনাদের সঙ্গী হোক।

— সম্পাদক
অচেনা অতিথি

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

পাঠকের মতামত

পাঠকের কলমে

প্রিয় সম্পাদকমণ্ডলী,

নিয়মিত পাঠক হিসাবে অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের প্রতিটি সংখ্যাই আগ্রহ নিয়ে পড়ি। সদ্য প্রকাশিত পৌষ সংখ্যাটি পড়ে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছি। শীতের আবহে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে যে গভীর অনুভব ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে, তা পাঠক হিসাবে মনে দাগ কেটেছে। বিষয় বৈচিত্র্য ও লেখার আন্তরিকতাই অচেনা অতিথি- কে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

এমন সুন্দর সাহিত্য উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

ইতি—

মিহির হালদার- কুলপী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

(একজন নিয়মিত পাঠক)

পাঠকের কলমে

প্রিয় সম্পাদক,

পৌষ সংখ্যার অচেনা অতিথি হাতে পেয়ে আবারও বুঝলাম, ছোট ম্যাগাজিনের বড় শক্তি কোথায়। এই সংখ্যার লেখাগুলিতে সময়, মানুষ ও অনুভূতির যে আন্তরিক ছবি উঠে এসেছে, তা পাঠের পর অনেকক্ষণ মনে রয়ে গেছে। বিশেষ করে কবিতা ও ছোট গল্পগুলো নীরবে ভাবতে শিখিয়েছে। নিরবিচ্ছিন্ন এই সাহিত্যযাত্রা যেন আরও দীর্ঘ হয়— এই শুভকামনা জানাই। পাঠকদের জন্য এমন যত্নবান সংখ্যার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

ইতি—

দেবযানী রায় বসু- ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

(একজন আগ্রহী পাঠক)

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

ছড়া

অতসী নাথ রায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

থলকো- দাদু

থলকোবাদের ঠাকুরদাদা,
বই পত্তর তাঁর গাদা গাদা।
কিন্তু সে সব চাবির ভেতর
দাঁড়িয়ে থাকে নীরব নিথর।
ব্যস্ত দাদুর সময় নেই,
বই পত্তর তাই কাটে উই।
তবুও দাদুর টনক নেই,
পড়ুয়াদের ডাক দেন কই?

———

ছড়া

অতসী নাথ রায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

যেমন-যেমন

বাজ পড়ে কড়্ কড়্,
বাঘ করে গর্ গর্।
যত গাড়ী ঘর্ ঘর্,
আরোহীরা থর্ থর্।
চোর আসে ধর্ ধর্,
চারিদিকে মার্ মার্।
মই বাই তর্ তর্,
নীচে নামি সর্ সর্।

———

কবিতা

কৃষ্ণা কর্মকার

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

সন্ত্রাস

আমি এক অসম্ভব গভীর
সন্ত্রাসের শিকার
কিছুতেই তার মোকাবিলা
কোনওভাবে করতে পারছি না।
ঘর থেকে বাইরে বেরুলে
সেই সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েই
আবার ঘরের ভেতর মুখ লুকাই
জনে জনে জিজ্ঞাসা করি
কিভাবে এই সন্ত্রাসের হাত থেকে
রক্ষা পাই।
কিন্তু কেউই সেই প্রশ্নের জবাব
দিতে পারে না।
কেউ মুখ চাওয়া চাওই করে হাসে
কেউবা নীরবে থাকে
নিজের মনে প্রশ্ন করে
এই সন্ত্রাসের মোকাবেলার কথা ভাবি
কিন্তু সভয়ে আবার পিছিয়ে যাই।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

কবিতা

ইন্দ্রনাথ দাস

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

"কষ্ট"

আমি আমার এই কবিতার নৈবিদ্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা স্বর্গীয় শ্রী শ্রীধর চন্দ্র দাস ও স্বর্গীয়া মাতা অন্নপূর্ণা রুজ (দাস) এবং স্বর্গীয়া পরম স্নেহের ভগিনী নিরুপমা দাস মোদক-দের চরণে উৎসর্গীকৃত করিলাম।

দেখেছো কি কষ্টকে কাছে বা দুর হতে;
হয়তো দেখেছো অনুভব করোনি তাতে।
যদিও বা অনুভব করেছো;
দাও নি গুরুত্ব তাতে।
দুঃখ সহিবার যে ঈশ্বরীয় শক্তি;
তাতেও নাই তোমাদের ভক্তি।
পরকে দাও কৃত্রিম বিষাক্ত কষ্ট;
যদি হই পুনঃ পুনঃ শিষ্ট।
ভালো ব্যবহারে দুর্বল ভাবো অপরকে;
পর হয়েছে আপন আর;
আপন হয়েছে পর।
জীবনের দশায় প্রথমে আসে কষ্ট;
সুখকে দেখার আশায় হয় সচেষ্ট।
সুখ-দুঃখ পালাক্রমে আসে;
এই আশাতে স্বপ্নে যাঁদের
জীবন ভাসে।
সাত শত সাতাত্তর বার ভুলের;
ক্ষমা নাহি আর শোভা পাবার।
শ্রমের দ্বারা তৈরি সাজানো মসনদ;
কেড়ে নেয় চিড় ধ্বংস সৃষ্টিরা;
বানায় শ্রম ঘটানোর লোকেদের;
চির দিনের মত আপদ।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

তাই বলে কি কষ্ট
বাদ দেওয়া যায়?
ক্ষমতার বলে দানবের;
রক্তিম চোখের থাবা।
কি যে ক্ষতি করতে পারে;
পারা যায়নি তাহা ভাবা।
কর্ম্ম কিছু যদি নাহি করেছি কখনও;
আশা করতে পারি সুখ কি না কখনও?
অপরকে কষ্ট দিয়ে দু-দশ;
দিনে সুখের আশা।
শেষ জীবন হয়;
কৃত্রিম দুঃখের ভাষা।
তখন মনে হয় কি ওদের;
যাক্ শত্রু পরে পরে।
কিংবা লা-পর গাড়ী;
গাড়ীর পর লা'ত্রে।
যাযাবরদের বিনা কারণে কষ্ট;
লায়ে কড়ি ডুবে পারে সন্তুষ্ট।
মানবের আদর্শে জন্ম যাঁদের;
কষ্ট না করে;
করে না আহার।
সবারই ভোজন শেষে;
পরে করে আহার।
এবার শেষে সোজা পথ পায়;
পারাবার পার হবার;
পরিষ্কার পূর্ণ পথের রাস্তায়।
কষ্ট করে মরছে যাঁরা;
সেটাই মানুষের আসল ধারা।
রেখে যায় তাঁরা;
সুমনের দর্শন।
করে তারা চলে ভবিষ্যতের;
আশীর্বাদ তর্পন।

কষ্টে ধরে না তারা বক্রপথ;
তারাই পায় পবিত্র রথ।
অপরের তরে জীবন যাঁদের;
শেষ জীবনে থাকে না;
কিছু তাঁদের।
পরকে যদি মনে হয়;
তাঁরা আপদ।
আসে তাঁদের জীবনে;
বড় বড় মহা বিপদ।
তারা হয় লাল চোখেতে;
চরমতম রুষ্ট ও কষ্ট।
ভাগ্য বানের বোঝা ভগবানে বয়;
সর্বযুগে এটাই বড় স্পষ্ট।
দুঃখীর পেট ভরে;
দুঃখের পাত।
সুখ করে খেতে চাই;
দুঃখীর পেট ভরা দুঃখের পাত।
সুখ করে খাই
কষ্টে ভরা একমুঠো ভাত;
পরের দুঃখকে নিজের মতো করো;
করিয়া হাস্য চিত্তে বরণ।
এটাই স্পষ্ট হওয়া উচিত;
প্রতিটি মানবের নৈতিকতার ধরণ।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

দ্বিজেন দাস

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

খনিজ

আমরা গাইব জীবনের জয়গান,
আমরা করব সবাইকে অভয়দান।
আমরা জমি খুঁড়ে নামব খনিতে,
যত শ্রমিকের জয়ধ্বনিতে।
আমরা একে একে আনব তুলে,
আটক শ্রমিকদের ক্যাপসুলে।
শুধু মনে ভরসা থাকা দরকার,
আমরা সরকার, চিলি সরকার।
বল জয় হোক, নাসার জয় হোক,
বল জয় হোক, আশার জয় হোক।
বল জয় হোক, দৃঢ় মনের জয় হোক,
বল জয় হোক, জীবনের জয় হোক।

কবিতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

শিহরণ

প্রিয়তমা, লিখছি আমি,
'এ' - কবিতাখানি,
শুধুই তোমারি জন্য; শুধুই তোমার-ই...
প্রিয় আপনজন তুমি যে আমার,
তোমাকে রাখবো আমি;
সুখে-দুঃখে,
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে,
চিরকাল-অনন্তকাল-
সারাজীবন ধরে।
প্রাণ আছে যতদিন এ দেহে।।

জড়িয়ে ধরবো আমি তোমারে,
'দু' হাত দিয়ে আমার বাহুডোরে
বুকের মাঝখানে,
হৃদয়ের অন্তরালে।
তোমায় শিহরণ জাগাবো আমি,
ভাসবে তুমি রঙিন স্বপ্নে-
সম্বিত ফিরে পাবে তুমি—
আমার নিঃশ্বাসের শব্দে।।

কবিতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

অবুঝ মন

হায়! ওরে, অবুঝমন - তোরে বুঝায়-
কত, তবুও কি তুই বুঝবি না বল?
এই ছিল, শুধু ছিল, জীবন্ত শরীরে,
আর না রহিল আমাদের পৃথ্বী ঘিরে,
এখন থেকে রহিল মনের গভীরে,
তোমার স্মৃতি, থাকুক আমারে ঘিরিয়া,
যাবৎ না হয় আমার প্রাণের অন্ত।।
(এই কবিতাখানি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণে অমৃতাক্ষর ছন্দে লেখা)

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

পলাশ মজুমদার

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

স্মৃতি-বিস্মৃতি

দিনান্তে কামরাঙা গোধূলি আলোয়
নবীনা পৃথিবী ওষ্ঠে রাঙা চুমু দিয়ে
সূর্য ডোবে টুপ করে দিগন্তের কোলে।
অসীমের আভা যেন গাঢ় আত্মীয়তা
ডানা ভরে লেপে নিয়ে সারি সারি কাক
মুখে নিয়ে ক্ষুৎ সুধা সন্তানের তরে
আনন্দ সাগরে ভেসে ফেরে খোড়ো নীড়ে।

এইসব যখন দেখেছিলে মনের সন্তোষে
তখনই ছুটেছ তুমি বাধাহীন বেগে
নদী মাঠ ভরা ক্ষেত জলা ও জঙ্গলে
নিশুতি পেঁচার ডাকে পূর্ণিমা রাতে
কতদিন ফল চুরি আগানে-বাগানে
কত বাসন্তী বছর সোনালী কেটেছে
প্রজাপতি কাঁচ পোকা ফড়িঙের পিছে।

এই সব সেদিনের অপাপ আনন্দ সম্ভার
অদূরে অবস্থ মানো বস্তুর সুখ-সন্ধানে
সুদূরে পাঠাও তারে করো বন্দী কারাগারে।
ঝেড়ে ফেলো, মুক্ত ভাবো অতীত বন্ধন
সত্য মিথ্যা জেনে যাবো একাকী যখন
সঙ্গী যদি নাহি পাও যদি সঙ্গ চাও
অভিমানী স্মৃতি অনিমিখ্ যদি ধরা দাও।

গদ্য কবিতা

ফাল্গুনী চন্দ্র চন্দ্র (কবির ছদ্মনাম)

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

সেই অধিকার

আমি জানি তুমি করতে চাও এক কঠিন কর্ম,
তুমি হয়ে আছো আদি ও আসল বৈধ একনিষ্ঠ ধার্মিক।
তুমি সৃষ্টি করতে চাও এক প্রকৃত সঠিক ধর্ম;
তুমি রচনা করতে চাও— "অনুপম সুন্দর পার্থিব স্বর্গ";
অধুনা আসুরীক কর্মে হয়ে আছে অবনী পরিপূর্ণ;
এখায় বৈধ ধার্মিক মানব আছেন দীন হীন অল্প শূণ্য।
তুমি অতি অবশ্যই অধিকার দিবে লুণ্ঠিত বৈধ মানবকে;
তুমি অনেক বৈধ মানবকে অধিকার দিতে পারবে কি?

আমি জানি- তুমি করতে চাও- এক বিরাট আশ্চর্য কর্ম-
তুমি হয়ে আছো প্রকৃত সৎ বৈধ ধর্মনিষ্ঠ আস্তিক,
তুমি হয়ে আছো এক অতিশয় আদর্শবান সাত্ত্বিক,
তুমি সূচনা করতে চাও- "এক প্রকৃত বিশুদ্ধ বর্গ"।
আজকাল ভেদ ও বিভেদে হয়ে আছে- বসুন্ধরা ভারাক্রান্ত,
এখায় অনেক মানব হয়ে আছে প- "শয়তান দ্বারা আক্রান্ত"।
তুমি অতি অবশ্যই অধিকার দিবে- বৈধ শোষিত সৎ মানবকে,
তুমি অজস্র বৈধ সৎ মানবকে অধিকার দিতে পারবে কী?

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

অসিত বরণ দে
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

মৃত আত্মায় জাগে প্রেম

মৃত আত্মা এসে নাকি জাগায় মনের ভেতরে প্রেম
রচনা আর কীর্তিতে এসে জ্বলে ওঠে সেই মানুষের নেম,
এই কথা এখন প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠেছে রচনার মাধ্যমে
গল্প আর রচনা পড়ে ধন্য ধন্য করছে পরিচিত অপরিচিত জনে।
রচনা আকৃষ্ট করছে প্রায় সব চেনা অচেনা পাঠকগণে
এ কে বোধ হয় লোকজন ভাগ্য বলে ভাগ্য কথাটা মানে,
অপরিচিত কলমধারী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় লেখক বা কবি বলে
অথচ রচনার সততা জানলে যাবে না এগিয়ে তুমি তার প্রসঙ্গ ভুলে।
ঘটনা হলো মৃতা একজন সরকারী কর্মীর বিবাহিতা স্ত্রী
সাধারণ পোষ্টেও কাজ করে ও পালন করত তার সেই স্ত্রী,
আস্তে আস্তে উন্নতি হলো সেই ছেলেটার আর সেই চাকরির
জন্মদিল এক মেয়ে আর এক ছেলের তারপর হল পরিপূর্ণ আর স্থির।
তার মাঝে সংসারের সব বাধা ভোগ করলো সংসার দাঁড় করাতে দুজনা
ছেলে মেয়ে দাঁড় করিয়ে স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত করে দিল সঁপে নিজের প্রাণখানা,
বুড়ো বয়সে ঘরের ভেতরে হারালো তার সুগার গ্রস্থ স্ত্রী হারালো তার জীবনখানা
জীবিত থাকতে পেল না স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তার উচিত মূল্যখানা।
স্ত্রীকে হারানোর পরে বুঝলো স্ত্রী হারানোর সম্পূর্ণ ব্যাথা কেমন
প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে বোঝে সেই ব্যাথার মর্ম ভাল করে এখন,
স্ত্রীর উদ্দেশ্যে পুজো বা সাধনা আনতে পারে না স্ত্রীকে পাওয়ার সাধনা মনে
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় তার মন সুখ আনার চেষ্টা করলেও আবার জীবনে।
অথচ জীবশ্রেষ্ঠ হয়ে পারি না বুঝতে ভালবাসার মর্ম জীবনকালে
মৃত্যুর পরে যায় পেয়ে সেই ব্যাথা গুলো আমরা সহজেই তাদের মৃত্যুকালে,
এই ব্যাপার বুঝতে পারলে ঘটতো না অঘটন মানবজাতির কোনকালে
জীবনটা আমাদের কেটে যেত সর্বদা হেসে খেলে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

অসিত বরণ দে
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

যাত্রা পথের যাত্রী

মানুষের জীবনের যাত্রাপথে রচনা হয়ে যায় কিছু রচনার
মনের নিবিড়ের মাঝে একান্তে করে কিছু নতুন সূচনার,
করে সৃষ্টি এক আনন্দ আর মনের ভেতরে নতুন কল্পনার
যা তাকে বাঁচতে শেখায় আর মন্ত্র দেয় তাকে নতুন করে বাঁচার।
এইভাবে শিখে যায় নতুন পৃথিবীর মাঝে নতুন করে বাঁচার মন্ত্র
দিনগুলো কাটানোর জন্য পৃথিবীই দেয় তুলে তার হাতে নতুন যন্ত্র,
তারপর নিশ্চিন্তে বেঁচে যায় সে নিয়ে মানুষের নতুন তৈরি খেলনা
আনন্দে কাটায় জীবন আর জীবন নিয়ে কোনো পরোয়া করে না।
যাবার আগে যাত্রা পথে করে যায় সে অনেক কিছুর সৃষ্টি
ভবিষ্যতে পরে যায় সেই অদৃশ্য জায়গায় এক অভিনব দৃষ্টি,
নতুন করে সেই সৃষ্টির ওপরে করে পুনঃ আলোকপাত
নিয়ে আসে এই ধরার বুকে এক নতুন আলোময় প্রভাত।
সৃষ্টির আনন্দে আমরা সবাই নতুন করে আবার মেতে উঠি
নতুনভাবে সবাই মিলে আমরা সেই কাজে এসে জুটি,
ধরার মাঝে এইভাবে যাত্রী করে যায় এক নতুন সৃষ্টি
যুগ যুগ ধরে থাকে সেখানে আনে মানুষের মনে এক ভক্তি।
এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে যান্ত্রিক করে যায় সৃষ্টি
তারপর একদিন আমাদের পড়ে সেই অজ্ঞাত স্থানে দৃষ্টি,
তারপর শুরু হয়ে যায় আমাদের মাঝে রচনার প্রতিযোগিতা
হয়তো বা এই সৃষ্টির জন্য মানুষ তৈরি করেছে সবাইকে বিধাতা।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

পুরাণকথা

শিবন কুমার ঘোষ
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের তন্ত্র সাধনা

যোগ্য আধার পেলে বা যোগ্য শিষ্য পেলে গুরুর হৃদয়ও সর্বদা নিজের যা কিছু তপস্যার ফল, অনুভূতির অধিকারী করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তন্ত্র শাস্ত্রকে একটি বিশেষ ধর্মশাস্ত্র হিসেবে মানা হয়। এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করা, মানুষের অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করা, মানুষ যাতে তার অন্তর্নিহিত রূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ করে। যুগাবতার শ্রী রামকৃষ্ণদেবও এই তন্ত্রসাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন এবং "যত মত তত পথ" এই বাণীতে বিশ্বাসী হবার আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তিনি কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও তীব্র আকুলতা নিয়ে প্রত্যেকটি সাধনা সম্পন্ন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমরা জানি যে তাঁর সাধন-জীবনের প্রথমেই তিনি চিন্ময়ী মায়ের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে মা জগদম্বার দর্শন লাভ করেন। তবুও হঠাৎ তিনি "তন্ত্র সাধনা" করলেন কেন? তাও আবার চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত রকমের পদ্ধতি আছে তিনি তা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করে সিদ্ধিলাভ করেন। যিনি রামকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর নাম "ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীদেবী"। তিনি নিজে বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং সাধনার দ্বারা শাস্ত্রনিহিত সত্যকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করেন।

আসলে তন্ত্রশাস্ত্রকে একটি বিশেষ ধর্মশাস্ত্ররূপে মানা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত সংকীর্ণতাকে নাশ করে মানুষের অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করা। এটাই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। বেদ শাস্ত্রে তিনটি ভাগ আছে। যেমন কর্মকান্ড, জ্ঞানকান্ড এবং উপাসনাকান্ড। আর এই উপাসনাকান্ড থেকেই তন্ত্রের প্রকাশ।

এই তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ভৈরবী জগদম্বার নির্দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন বলে জানা যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই অতি অনায়াসে শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। শ্রী রামকৃষ্ণদেবও নিজেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি জননীসম ব্রাহ্মণীকে বলতেন এবং উনি তন্ত্রশাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়ে ঠাকুরের মনের সব সংশয় দূর করে দিতেন। ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের সাথে আলোচনা ও তাঁর ভাবসমাধির সাথে কীর্তনে ব্রাহ্মণীর এই ধারণা জন্মে যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে পুত্রসম কাছে টেনে নেন এবং তিনি তাঁর আজীবন সেবিত রঘুবীরকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে দেখতে পান। তার ফলে তাঁর আজীবন সেবা করা রঘুবীর শিলাকে গঙ্গা বক্ষে বিসর্জন দেন। এরপর থেকে শ্রী শ্রী জগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর সর্বত্র ভুলে তন্ত্র সাধনায় ব্রতী হন এবং ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়াপযোগী পদার্থ সকল তাঁকে যোগান দিতে থাকেন।

এরপর একসময় তন্ত্রসাধনাকালে ব্রাহ্মণীর নির্দেশে একজন পূর্ণযৌবনা সুন্দরীকে দেবীরূপে পূজা করা এবং পূজা শেষে জগজ্জননী জ্ঞানে মাতৃক্রোড়ে স্থিরচিত্তে বসে জপ করা, সাথে খোপড়ী পাত্রে মাছ রান্না করে সেটা গ্রহণ করা, সাথে তর্পণ শেষে গলিত মহামাংসখন্ড জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করা ইত্যাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করার সময় ঠাকুর এতই ভাবাবিষ্ট ছিলেন যে তাঁর মনে কোনোরূপ ঘৃণা বা লজ্জার উদয় হয়নি। এইভাবে তিনি আনন্দিত মনে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী অতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি আনন্দিত মনে সিদ্ধ হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, এটাই তন্ত্রসাধনার শেষ সাধন"।

জয় ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব।।

(তথ্য সংগৃহীত। মতামত নিজস্ব)

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রবন্ধ

বিমলেন্দু মাইতি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত প্রাবন্ধিক)

বিশ্বের ত্রাস, ধর্মের সন্ত্রাস

মনের বিস্তারেই মানুষ। অর্থাৎ মনকে সে তার মতো করে কল্পনার মাধ্যমে সুদূরে পৌঁছে যায়। তা হতে পারে ভিত্তিহীন। কিন্তু রূপকথার কল্পকাহিনী শুধু শিশু কেন, সৃজনশীল কোন মানুষের ভালো লাগে না। সবার ভালো লাগে। কিন্তু কখনও কখনও কারও কল্পনার বিকৃতরূপকে সমগ্র সমাজ অন্ধ অনুকরণ করে। তখনই বিপদ। আর এই কল্পনার বিকৃত রূপই ধর্ম।

ধর্মের কথায় যদি আসি, প্রথমেই হিন্দু ধর্ম পড়ে। হিন্দু ধর্মের ভাল বা আদর্শ যাই বলি, উৎস রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণ— একটি রাজপরিবারের কাহিনী। সেখানে সাহিত্য মূল্য বিচিত্র হলেও কবির কল্পনায় বাস্তবের মেলবন্ধন শুধু প্রশংসনীয় নয়, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মন্থরার প্ররোচনা— লক্ষ্মণের সেবা পরায়ণতা— রামের সোনার হরিণ ধাওয়া— রাবণের ছদ্মবেশে এসে সীতাহরণ ঘটনা সমূহ বর্তমানে প্রাত্যহিক জীবনে পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য। রামায়ণের রাম না হলেও জনপ্রিয় ঘর শত্রু বিভীষণ কার মুখে নেই।

মহাভারতে পিতার ভোগ লালসার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা— কুমারী মায়ের বীর সন্তান কর্ণ— দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ— দুর্নীতিদের পাশার খেলা আজো কি গল্প মনে হয়? আর দুর্যোধন,— পৃথিবীর মানব জাতির সবার রক্তে এর প্রাধান্য বেড়েই চলেছে। কেড়ে নেব, কেউটে বুদ্ধি দেব। এটি যেন এখনের ইষ্ট নাম। এগুলোকে বাদ দিলেও মহর্ষির রূপকথার কাহিনীকে বর্তমান বিজ্ঞান বাস্তব করে দিচ্ছে। তাই মহাভারতকে শুধু বিশ্বের নয়, মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বললেও কম বলা হবে।

এগুলো হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ নয়। তা গীতা। গীতার আগে মহাভারতে মহর্ষি বলেছেন, "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।" অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি বিভিন্ন। যত মুনি তত মত। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নয়। তাই মহাজনের পথই পথ। মহাজন— মহান ব্যক্তি যিনি। যিনি কেউ যিনি নিঃস্বার্থভাবে সবার কল্যাণে নিরলস পরিশ্রম করেন। গীতাতেও বলেছেন, "বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী। শুনি চ এব শ্বপাকে চ পন্ডিতা সমদর্শীন।।" জ্ঞানীর কাছে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে সব জীব এক। গীতাতে নিজে যে যাই মতামত করুন গীতার মূলকথা— কর্ম। তার যেমন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম আত্মবান।।" এখানে বেদোক্ত কর্ম ত্যাগ করে আত্মজ্ঞানী হবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেই মানব জীবনের সার্থকতা। নচেৎ সবই ঐ জীবজন্তু। বেদ স্বর্গের পথ। সেখানে শুধু সুখ আর ভোগ। তার শেষ হলেই আবার নরকপ্রাপ্তি। তবে সেথা ৭২ অপ্সরী নেই। ১০-১২ জন আছে। এস. আই. আর হলে ৫-৬ জনের কম তো বেশি হবে না। গীতা হচ্ছে তত্ত্বদর্শীর পথ। সেথা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি। তার পর পরমানন্দলাভ। যা অক্ষয়। এই রামায়ণ, মহাভারত, গীতা কোথায় পাহাড় কেটে উর্বর সমভূমিতে মন্দির বানিয়ে রুক্ষভূমির কথা বলা নেই।

খ্রীষ্টধর্মে, "তুমি নিজেকে যেমন ভালোবাসো, তেমনি অন্যকেও ভালোবাসো।" আর যীশু তো স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে পাপিষ্ঠরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে তাদের জন্য। তার সঙ্গে এ ধর্ম গুরুরা গ্যালিলিওদের ধর্মদ্রোহী বলে নিগ্রহ করে। গ্যালিলিওর মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর ভাটিকান সিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে গ্যালিলিওর প্রতি বিচারটি ভুল ছিল। অর্থাৎ এই ধর্মগুরুরা এখনও ঈশ্বরের উপরে।

ইসলাম— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শ্রেষ্ঠত্বে পরিচয় হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, নয় মর। কোরানে আছে— সত্যবাদিতা, ক্ষমা, ধৈর্য, দুস্থদের সেবা। অন্যায়, অবিচার, অহংকার থেকে দূরে থাকা। কিন্তু বাস্তবে পুরো উল্টো। অবিশ্বাসীর কাছে পেতে হবে। বৌদির টাকার দরকার। বন্ধুর কাছে নিল ধার। ফেরতের সময় বাল বলে প্রমাণ কোথায়? পুলিশের ভয় দেখায়। বন্ধু পুলিশ নয়, প্রাণের ভয়ে পালায়। আর যেথায় সংখ্যালঘু সেথা অত্যাচার করা শরিয়ত আইনসিদ্ধ। এতে আল্লাহ খুব খুশি হন। না হলেও জান্নাতে যাওয়া সহজে হয়। জান্নাত বা জাহান্নাম যেখানে যাক, এরা কি আদৌ মানুষের পর্যায়ে পড়ে। এরা যদি মানুষ হয়, জানোয়ারেরা কোথায় লুকোবে? ভাটিকান সিটির ভুল তবুও ৩৫০ পর ভাঙছে। মক্কা- মদিনার ভুল কবে ভাঙবে? কারণ মানুষই ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায়। মহান ব্যক্তিরা জান্নাতেরই পথ দেখায়, জাহান্নামের নয়। পায়ের তলায় তরল সোনার খনির হদিস দিতে না পারলেও মোল্লা-মৌলবীদের মতো জল্লাদদের অনুপ্রেরণায় জান্নাতে যাবার জন্যে শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা পৃথিবীর সর্বত্র ধ্বংস লীলায় মাতছে। সন্ত্রাসের আর এক নাম মুসলিম। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এ কথা সব ধর্মেই আছে। স্বর্গ স্বর্গই। যার অস্তিত্ব মৃত্যুর পর। কিন্তু পৃথিবীকে সুন্দর করার কথা ভাবতে পারি না? ইসলাম ছাড়া সব বিধর্মীদের হত্যা করে দেব। এই পৈশাচিক চিন্তা শিক্ষিতদের মাথায় থাকে কি করে? চাঁদে পাড়ি, বা মঙ্গলে বাড়ি করার কথা ভাবতে নেই? সেগুলোও তো আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীটা না হয় বিধর্মীদের জন্যই থাকুক। এ সব নয়। শুধু ৭২ হুরের নেশায় খুন হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে থাকা।

হয় ইসলাম, নয় পরপার। এই পৈশাচিক চিন্তাটা যদি খ্রীষ্টান বা অন্যান্যরা নেয় তবে কি পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে? কারণ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের গবেষণার বিষয়— বিধর্মীদের নিধন, শরিয়ত আইন স্থাপন। শরিয়ত আইন যদি শেষ কথা হয়, তবে পৃথিবীতে বৈচিত্র্য কোথায়? বাঘ মাংস খায় বলে হরিণকেও মাংস খেতে হবে। আল্লাহ যদি মানি, তবে সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা তিনি। আমরা কেন ধ্বংসের কারণ হব? শিক্ষিতরা এ কথা বুঝলেই ইসলাম মানে সন্ত্রাস এ কথা ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সাক্ষাৎকার

অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে

প্রাবন্ধিক- মোহনচন্দ্র সাইনি (বাঁকুড়া)

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

নাম ঃ শ্রী মোহন চন্দ্র সাইনি

পেশা / পরিচয় ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী (পঃ বঃ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের বিশেষ বিদ্যালয় "ডিজায়ার্ড")।

জন্ম তারিখ ও স্থান ঃ ১৮/১০/১৯৫৫, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার বীরসিংহ গ্রাম।

ব্যক্তিগত ও শুরুর দিকঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার জন্ম ও শৈশব কেমন ছিল?

উত্তর ঃ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ও শৈশবে দারিদ্রতার সঙ্গে দিনযাপন।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্যচর্চার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

উত্তর ঃ নিজ উদ্যোগে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম লেখা/ প্রথম প্রকাশনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ "অরণ্যের অধিকার" (এই লেখাটি গ্রামীণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়), আগ্রাহান্বিত।

সাহিত্য ও ভাবনা ঃ

প্রশ্ন ঃ কবিতা/ গল্প/ প্রবন্ধ— কোন্ ধারায় আপনি সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করেন? কেন?

উত্তর ঃ প্রবন্ধ লিখতে ভালোবাসি, মনেরভাব/ প্রকৃতি/ শিক্ষা/ লোকসংস্কৃতি/ শিল্পকলা/ বিষয়ক লিখতে আগ্রহ জাগে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে সাহিত্য মানে কী?

উত্তর ঃ শিল্প ও বুদ্ধিমত্তা সুলভ লেখা— যা সাধারণ লেখা থেকে ভিন্ন। ইহার মাধ্যমে চিন্তা অনুভূতি ও সৌন্দর্যকে লিখিত রূপে প্রকাশ করা।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রশ্ন ঃ লেখালেখিতে আপনার প্রধান অনুপ্রেরণা কারা?

উত্তর ঃ লেখালেখিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকেন পত্রিকা প্রকাশকেরা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বই বা লেখক আপনার সাহিত্য চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছেন?

উত্তর ঃ বিনয় ঘোষ (শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ), ডঃ ফজলুল হক সৈকত (শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি), সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ ঃ

প্রশ্ন ঃ লেখক জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

উত্তর ঃ শ্রম, সময় ও অর্থ। অসুবিধা সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চা।

প্রশ্ন ঃ প্রকাশনার ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

উত্তর ঃ প্রকাশনার খরচ যোগানো।

প্রশ্ন ঃ পরিবার ও সমাজ থেকে কীভাবে সমর্থন বা প্রতিবন্ধকতা পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবারে থেকে "অনুৎপাদিত ক্ষেত্রেই সময়ের অপচয়" করার সমালোচনা। সমাজ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া (বাহবা/ নিন্দা)।

সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ

প্রশ্ন ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ সাহিত্যচর্চা যারা করেন— আমি তাদের প্রশংসা করি।

প্রশ্ন ঃ তরুণ প্রজন্মের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার মত কী?

উত্তর ঃ তরুণ প্রজন্মকে লেখালেখিতে উৎসাহ প্রদান করা।

প্রশ্ন ঃ মুদ্রিত বই ও অনলাইন সাহিত্যচর্চার মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রভাবশালী বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ ম্যাগাজিন/ পত্রিকা/ বই বেশির ভাগই অনলাইন প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের মত গরীব লেখকদের পড়তে/ চর্চায় সাহায্য পাই। মুদ্রিত বই লেখা ক্ষেত্রে প্রভাবিত।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় কবিতা/ গল্প/ উপন্যাস কোন্‌টি এবং কেন?

উত্তর ঃ বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, নিবন্ধ, রম্য কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, কিশোরদের লেখাগুলি পড়তে

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

আগ্রহ জাগে। এছাড়া ছোটদের বার্ষিক পত্রিকা 'ঝালাপালা'-এর সম্পাদক অশোক কুমার মিত্র-এর সাহিত্য পড়তে আগ্রাহ জাগে।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখালেখিতে প্রকৃতি, সমাজ বা রাজনীতি- কোন্ বিষয়গুলি বেশী প্রাধান্য পায়?

উত্তর ঃ প্রকৃতি।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব কতখানি?

উত্তর ঃ সাহিত্যকর্মে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না/ নাই, তবে প্রয়াত সাহিত্যিক অধ্যাপক কান্তি হাজরা (বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজের প্রাঃ অধ্যাপক) এর অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হই।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ ঃ

প্রশ্ন ঃ নতুন কবি/লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর ঃ নতুন লেখকদের উৎসাহিত করা/ লেখায় অনুপ্রেরণা জোগানো।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ সাহিত্য পরিকল্পনা কী?

উত্তর ঃ হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য শিল্প (আর্কিস্ট্রাকচার), শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার পরিকল্পনা।

প্রশ্ন ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কি?

উত্তর ঃ সাহিত্যচর্চায় আলোকপাত করার জন্য নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসা দরকার।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সাক্ষাৎকার

অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে

সাহিত্যিক- দীপ্তি রাণী দত্ত (কলকাতা)

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

নাম- দীপ্তি রাণী দত্ত।

পরিচয়- হাউস ওয়াইফ।

জন্ম তারিখ- ১৯৫৯- ১ জানুয়ারি

ব্যক্তিগত ও গুরুর দিক ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার জন্ম ও শৈশব কেমন ছিল?

উত্তর ঃ আমার জন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারে হয়েছিল। ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পুর্ণিমা তিথিতে। ছোটোবেলা ভালই ছিল।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্যচর্চার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

উত্তর ঃ ডায়েরি লেখা ও সমাজকে দেখে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম লেখা/ প্রথম প্রকাশনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ প্রথম লেখা ছাপা হয়ে বেরোবার পর মনে হয়েছিলো আগামীদিনে পাঠক সমাজকে আরো ভালো কিছু লেখা উপহার দিতে পারব।

সাহিত্য ও ভাবনা ঃ

প্রশ্ন ঃ কবিতা/ গল্প/ প্রবন্ধ- কোন্ ধারায় আপনি সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন? কেন?

উত্তর ঃ গল্প। গল্পতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কারণ গল্পের মাধ্যমে নিজেকে উজার করে মনের কথা বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে সাহিত্য মানে কী?

উত্তর ঃ আমার কাছে সাহিত্য মানে সমাজ। সমাজের অবহেলিত, দুঃস্থ অসহায় মানুষ।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রশ্ন ঃ লেখালেখিতে আপনার প্রধান অনুপ্রেরণা কারা?
উত্তর ঃ প্রথম- আমার স্বামী। দ্বিতীয়ত- আমার ছোটো বেলায় দেখা বাড়ীর অবস্থা আর খুব কাছ থেকে দেখা সমাজকে আর সমাজের মানুষগুলোকে। যা আমার লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়।
প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বই বা লেখক আপনার সাহিত্য চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছেন?
উত্তর ঃ শরৎচন্দ্রের প্রতিটি খন্ডই আমার সাহিত্য চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। তার সাথে বঙ্কিমচন্দ্র ও আশাপূর্ণা দেবী ও লীলা মজুমদার এনাদের লেখা আমার সাহিত্য- চিন্তায় এসে যায়।

সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ ঃ

প্রশ্ন ঃ লেখক জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ কী ছিল?
উত্তর ঃ সব কাজের মাধ্যমে এই আমার লেখাটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ।
প্রশ্ন ঃ প্রকাশনার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে?
উত্তর ঃ কোথা থেকে লেখা ছাপাবো কিভাবে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছাবো।
প্রশ্ন ঃ পরিবার ও সমাজ থেকে কীভাবে সমর্থন বা প্রতিবন্ধকতা পেয়েছেন?
উত্তর ঃ পরিবার থেকে যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছি। লেখা প্রকাশিত হবার পর তাদের খুশি দেখেছি। প্রতিবন্ধকতার কোনো জায়গা নেই।

সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ

প্রশ্ন ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
উত্তর ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্য পাঠক সমাজে বই পড়ার আগ্রহকে অনেক, অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে।
প্রশ্ন ঃ তরুণ প্রজন্মের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার মত কী?
উত্তর ঃ তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুযোগ পেলে আরো ভালো ভালো লেখা পাঠক সমাজকে উপহার দিতে পারবে।
প্রশ্ন ঃ মুদ্রিত বই ও অনলাইন সাহিত্যচর্চার মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রভাবশালী বলে মনে করেন?
উত্তর ঃ মুদ্রিত বই। অনলাইন মাধ্যমে থাকলে সমাজে বই পড়ার আগ্রহ কমতে থাকবে। বই পড়া পাঠকদের খিদে মেটায়।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখালেখিতে প্রকৃতি, সমাজ বা রাজনীতি— কোন্ বিষয়গুলি বেশী প্রাধান্য পায়?
উত্তর ঃ সমাজ তাছাড়া প্রকৃতি ও আমার লেখায় চলে আসে।
প্রশ্ন ঃ আপনার সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব কতখানি?
উত্তর ঃ সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছাতে পারি, তাদের মতামত শুনতে পাই ফলে অনেক অবিজ্ঞতা বাড়ে।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ ঃ

প্রশ্ন ঃ নতুন কবি/ লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?
উত্তর ঃ নতুন কবি ও লেখকদের উদ্দেশ্যে বলব যে এরাই আগামী প্রজন্মকে নূতন করে বই পড়তে সাহায্য করবে। এনাদের হাতেই নূতন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।
প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ সাহিত্য পরিকল্পনা কী?
উত্তর ঃ আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের পরিকল্পনা আরো ভালো, ভালো লেখা পাঠক সমাজকে উপহার দেওয়া। যাতে তারা বই পড়তে আনন্দ পায়।
প্রশ্ন ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কী?
উত্তর ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলব আপনারা নতুন প্রজন্মের বই পড়ে ভালো-মন্দ বিচার করে উৎসাহিত করেন তাহলে এই সব লেখকগন আগামীদিনে আরও অনেক কিছু ডালি সাজিয়ে উপহার দেবে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সাক্ষাৎকার

অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে

কবি- অতসী নাথ রায় (কলকাতা)

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার)

আপনার ব্যক্তিগত ও গুরুর দিক ঃ

প্রশ্ন (অচেনা অতিথি) ঃ আপনার জন্ম ও শৈশব কেমন ছিল?

উত্তর (অতসী নাথ রায়) ঃ জন্মকালীন কোন স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা তো কারও থাকা সম্ভব নয়, আমারও নেই। তবে শাব্দিক জ্ঞান থেকে জানি- সুস্থ সবল হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম। শৈশব - মনোরম।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্য চর্চার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

উত্তর ঃ একান্তই আনন্দ আর ভালোলাগায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাড়ীতে পড়াশোনা-সাহিত্য-সংসর্গের আবহমানতা ছিল।

প্রশ্ন ঃ প্রথম লেখা/প্রথম প্রকাশনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ হার্দিক, অফুরন্ত আনন্দের।

সাহিত্য ও ভাবনা ঃ

প্রশ্ন ঃ কবিতা/গল্প/প্রবন্ধ - কোন্ ধারায় আপনি সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন? কেন?

উত্তর ঃ খানিকটা হয়ত জলের মত, যখন যে পাত্রে রাখা হয় মন তারই আকার-আয়তন লাভ করে। যে শাখাতেই লিখি না কেন তখন তার আনন্দেই মন-মশগুল থাকে। কেন এমন হয় উত্তর সঠিক জানা নেই, হয়ত বা এটাই আমার মনের ধর্ম।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে সাহিত্য মানে কী?

উত্তর ঃ জীবন সমন্বিত যা কিছু তারই রসোত্তীর্ণ বাক্-কথন বা লেখনই সাহিত্য। তবে কোন সংজ্ঞাই কখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয় না। ফাঁক-ফোঁকড় থাকেই।

প্রশ্ন ঃ লেখালেখিতে আপনার অনুপ্রেরণা কারা?

উত্তর ঃ নিজের জীবন এবং আবহমানকাল চলমান জীবন।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বই বা লেখক আপনার সাহিত্য চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছেন?

উত্তর ঃ নানা বই এবং অনেক অনেক লেখকই আমার চিন্তা ভাবনাকে ঋদ্ধ করেছে এবং করেছেন কিন্তু আমার সাহিত্য-চিন্তায় কারোরই কোন প্রভাব নেই। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ ঃ

প্রশ্ন ঃ লেখক জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ কি ছিল?

উত্তর ঃ বাধা তো একটা নয়, খুব জটিল synthesis।

প্রশ্ন ঃ প্রকাশনার ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

উত্তর ঃ কোন সমস্যার নয়, সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ পরিবার ও সমাজ থেকে কীভাবে সমর্থন বা প্রতিবন্ধকতা পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবার সমাজ, সমাজ-পরিবার-সবাই যেন এক দম বন্ধ করা পারিপার্শ্বিকতা অথবা প্রবল হাসির খোরাক জোগানোর এক জায়গা। কিন্তু তবুও যখন চলেছি, তার মানে এর মধ্য দিয়ো চলাও সম্ভব।

সমকালীন-সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ

প্রশ্ন ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ সমকালীন বাংলা-সাহিত্য ভালো রকমই ফলপ্রসূ।

প্রশ্ন ঃ তরুণ প্রজন্মের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর ঃ প্রবলভাবে লেখালেখি চলছে এবং বলিষ্ঠ সব কলম। এঁদের আন্তরিকভাবে স্যালুট জানাই।

প্রশ্ন ঃ মুদ্রিত বই ও অনলাইন সাহিত্য-চর্চার মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রভাবশালী বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ দুটোই প্রভাবশালী বলে মনে হয়। তবে বর্তমান প্রেক্ষিত 'অনলাইন'-এর দিকেই চোখ রাখবে বেশী।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় কবিতা/গল্প/উপন্যাস কোন্‌টি এবং কেন?

উত্তর ঃ একক কোন কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের গলায় মালা দেওয়া সম্ভব নয়। এক এক সৃষ্টির এক এক রকমের আবেদন। তারা তাদের নিজস্ব আবেদন নিয়ে

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

মানস-তৃপ্তি ঘটায়। যখন যেমন মানস-পরিস্থিতি, তারই উপর ব্যাপারটা নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখালেখিতে প্রকৃতি, সমাজ বা রাজনীতি, কোন্ বিষয়গুলি বেশী প্রাধান্য পায়?

উত্তর ঃ প্রকৃতি-সমাজ বা রাজনীতি, এ যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। প্রত্যেকেরই প্রাধান্য সহজভাবেই স্বীকার করতে হয়। একক কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাহিত্য-কর্মে ব্যক্তিগত প্রভাব কতখানি?

উত্তর ঃ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-শাব্দিক জ্ঞানের মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ বা পোক্ত হয়ে ওঠে। তখন তাই হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কাজেই নিজের লেখায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো থাকবেই।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ ঃ

প্রশ্ন ঃ নতুন কবি/লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর ঃ সাহিত্য-সৃষ্টি পরামর্শ- নির্ভর নয়। পরামর্শ করে বা পরামর্শ মতো সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। ভূ-পৃষ্ঠের চাপে-তাপে-সাহচর্যে যেমন কয়লা বা হীরে তার পূর্বরূপ পাল্টে নতুন রূপে হাজির হয়, সাহিত্য-স্রষ্টাও তেমনি পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র স্পর্শে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের মত করে, নিজের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠেন। সমগুণ সম্পন্নের মধ্যেই তুলনা টানা উচিত হলেও এখানে জড় এবং চেতনের মধ্যেই তুলনা টানা হল।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ সাহিত্য পরিকল্পনা কী?

উত্তর ঃ কল্পনা তো অনেক ছিল, কল্পনা তো অনেক আছে, 'পরী'র হাতে হাত কি সে রাখবে? অথবা দুই পেলব হাতে পথভোলা কোন্ 'পরী' এসে আপন মনে হাতখানা তার ধরবে?

প্রশ্ন ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কি?

উত্তর ঃ আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলবো কি? পাঠকরাই তো আমাকে বলবেন, — মিথ্যে ঘ্যানর, ঘ্যানর করবেন না তো, যান ঘরে গিয়ে ঘুমোন।

———————

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

বিদেহী আত্মার খোঁজ

মহাকাশে তোলপাড় করে গ্রহ নক্ষত্র ছুটে চলেছে। ছায়া পথ , গ্যালাক্সির সব যেন যে যার গন্তব্য পথ খুঁজে চলেছে। এই খোঁজ যেন অনন্ত, কবে শুরু কবে শেষ কেউ তা জানে না।

তারই মধ্যে শূণ্যে ভাসমান দুটি প্রাণ, এদিক ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। — এই যে ভাই চললে কোথায়?... এক বিদেহী আত্মার প্রশ্নে, নবাগত শূণ্যে ভাসমান অনন্ত নির্দ্বিধায় বলে ওঠে— আবার কোথায়...? স্বর্গে।

কোথায়! স্বর্গে...? হো হো করে হেসে ওঠে বিদেহী আত্মাটি। অবয়বহীন অট্টহাসি। সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। অনন্তর স্বরে বিস্ময়।— হাসছ যে!

— বাঃ হাসির কথায় হাসবো না।

হাসির কথা! কিন্তু জানো ভাই, এই স্বর্গ ধামই আমার একমাত্র কামনা। এখানে পৌঁছানোর জন্য প্রতি মুহূর্তে বড় সতর্ক থেকেছি। সতর্কতা—! কি রকম—

পঞ্চইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রন।

— তাহলে তুমি জিতেন্দ্রিয়?

— অতশত বুঝি না, তবে এটুকু বুঝি, কষ্ট না করলে অভীষ্ট লাভ অসম্ভব। তাই পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা।

পাপ! আবার সেই অট্টহাসির আওয়াজ। হতভম্ব অনন্ত। কিছুক্ষণ নীরব। তারপর টেনে টেনে বলে—

— এতে হাসির কি আছে?

— আছে বন্ধু আছে—। দেখ ভাই, পাপ পুণ্য শব্দগুলো সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি। ব্যক্তিগত স্বার্থে, আত্মনিয়ন্ত্রনের তাগিদে এই শব্দের সৃষ্টি। এদের গুরুত্ব বা তাৎপর্য পার্থিব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি যেখানে আছো সেখানে এই শব্দগুলো কমপ্লিটলি মিনিংলেস।

সহজ সরল অনন্ত। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে আমতা আমতা করে বলে— তাহলে এই যে পুজো-পার্বন, আচার-অনুষ্ঠান, এসবের কোন সুফল নেই?—

— কি বললে সুফল—? আবার ভুল করছো তুমি।

— ভুল মানে—

— মানে 'গোড়ায় গলদ'। সুফল কুফল যাই বল না ভাই সবই পার্থিব জগতের শব্দ। নশ্বর দেহটার সঙ্গে সঙ্গে, তুমি ওসব সুফল কুফল, পাপ, পুণ্য শব্দগুলো ওই জগতে ফেলে এসেছো। এখানে এসবের কোনো মূল্য নেই। আচ্ছা এবার বলতো, এই অল্প বয়সে তুমি এখানে?... আত্মহত্যা করনি তো? চমকে ওঠে অনন্ত। নানা তেমন কিছু নয়। তাছাড়া ওসব করলে তো স্বর্গে যাওয়া যাবে না।

— তাহলে তুমি নিশ্চিত যে, তুমি স্বর্গে যাচ্ছো?

— হ্যাঁ, মানে আমি তো কোনও....

— তা তুমি কি স্বর্গের পথটা চেনো? না, এই তো সবে এলাম।

তুমি যদি আমাকে পথটা বলে দাও , তবে খুব......

— কিন্তু ভাই সেটাই তো মুসকিল। এপথের হদিশ কেউ কাউকে বলে দিতে পারে না। নিজেকে খুঁজে বের করতে হয়।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

— তা তুমি এখনো পাওনি?

— না, পেলে তো তোমাকে সন্ধান দিতে পারতাম।

এখানে কতদিন আছো?... তা তো জানি না। হয়তো অনন্তকাল, নয়তো সম্প্রতি। কতদিন তাও জানো না?

— প্রশ্নই ওঠে না। এখানে নেই কোনো হিসাবের ক্যালেন্ডার, নেই সময় মাপার ঘড়ি, আছে শুধু খোঁজা। অনন্তকাল খুঁজে চলা। এ এক অন্য জগৎ।

— কি খোঁজা?— নিশ্চয়ই স্বর্গের পথ।

আবার অট্টহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়ে আত্মাটি বলে ওঠে,— সত্যি ভাই, তোমার মনে দুটো শব্দ গেঁথে আছে— 'স্বর্গের পথ'। বুঝলাম তোমার মনের দরজায় তালা মারা- অন্যকিছু ভাবা অসম্ভব। তবুও তোমায় বলছি। ধৈর্য ধর, ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা, খুব জানতে ইচ্ছে করছে স্বর্গের প্রতি এতো আসক্তি কেন তোমার? পার্থিব জগতে কি কোন...অতৃপ্তি বা হতাসা.....।

— না, না তেমন কিছু নয়। তবে জন্মান্ন হওয়ার পর জেনেছি হিন্দুর স্বর্গে নেই কোনো দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ। আছে শুধু অনাবিল সুখ আর আনন্দ। আছে পারিজাত কানন, আছে মন্দাকিনী নদী, আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা, আর আছে সুরাসুরের বাস— এই স্বর্গে অমৃতের ফোয়ারা। তুমি ঠিকই বলেছো, হয়তো স্বর্গ সুখে নিশ্চিত মিশে থাকে কোন দুঃখের অনুভূতি।

— তবে আমার ক্ষেত্রে এরকম অনুভূতি নয়, আছে এক অনাস্বাদিত উপলব্ধি।

— উপলব্ধি! মানে... তাহলে আমার ফেলে আসা নশ্বর জীবন সম্বন্ধে।

— হ্যাঁ সেই ভালো। খুলে বলতো...

— নাম পলাশপুর। পাহাড় ঘেরা। অদূরে এক চিলতে পাহাড়ি নদী। সেখানে মেয়েরা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। অবিরাম বৃষ্টি— চারিদিকে সবুজের সমাহার। চোখ জুড়ানো বিশাল খেতের পর খেত জুড়ে সবুজের হাতছানি। পরিষ্কার জল টলমল করছে খাল, বিল, পুকুরে। দূষণ মুক্ত বাতাস। গৃহস্থের ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান, গাই-বাছুর, পুকুর ভরা মাছ, খোঁয়াড় ভরা হাঁস-মুরগী। সপ্তাহে একদিন হাটবসে শুক্রবারে। জমজমাট পলাশপুর। রাস্তার দুপাশে পলাশ ফুলের গাছ। সেখানেই আমার জন্ম। অল্প বয়সে খালি গায়ে পাড়ার বন্ধুদের সাথে আলের পথ ধরে দৌড়াতাম। এক পয়সার জিলিপি কিনে খেতে খেতে বাড়ী যেতাম। ব্রাহ্মণ ঘরে আমার জন্ম। বাবা সদানন্দ চক্রবর্তী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। যেমন বাসভারী ব্যক্তিত্ব তেমনি অসাধ্য পান্ডিত্য। পেশায় স্কুল শিক্ষক। অবসর নিয়ে পূজা করেন। আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করেন না।

বাড়ীতেই আছে মন্দির— নাট মন্দির, শিব মন্দির, অষ্টপ্রহর নাম গানের জন্য বিশাল প্রাঙ্গণ।

— তা তোমরা ক' ভাই বোন? — তিন ভাই দু বোন। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে, আমি সবার ছোটো। দুই দাদা- একজন পোষ্ট মাষ্টার, গ্রামেই থাকে। আর একজন প্রফেসার। আর তুমি? — আমি কোনরকম মাধ্যমিক পাশ করেছি। তোমার কী পড়াশুনো ভালো লাগে না?

— ঠিক তা না , তবে মন ছিল না। পড়ার বদলে পূজা অর্চনা বেশি ভালো লাগত।

— সেকি বাবা কিছু বলতো না?— বলতো না আবার। অনেক চেষ্টা করেছেন, খুব ছোটো থেকেই আমি মনন্দিরের কাজ করতাম। ফুলতোলা, মালাগাঁথা, চন্দন ঘসা, ঠাকুর সাজানো। এছাড়া আর কী ভালো লাগত? চণ্ডীপাঠ, নামগান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতাম। তখন আমার দেহটা থাকত এখানে- মন চলে যেত গ্রহান্তরে। গাঁয়ের লোকেরা আমায় ঠাকুর মশায় বলে ডাকত।

তোমার দাদারাও কি এরকম ধর্ম প্রবন? না, একদম অন্যরকম।

— পেশা কি তোমার? — পেশা, ভবঘুরে, অকর্মের ঢেঁকি, আমার আবার পেশা?

— তবু কিছু না কিছু তো করতে? বাবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বহু চেষ্টা করেছেন, দাদাদের মতো মানুষ করার। — একটা ঘটনা বলি শোনো— হ্যাঁ বলো, আমি তো শুনতেই চাইছি—

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

আমার বয়স যখন কুড়ি বাইশ, সেসময় আমার বাউন্ডুলে মনটাকে শান্ত করার জন্য দোকানের কাজে লাগিয়ে দিলেন। যদিও বেশিদিন নয়, দোকানি একদিন অতিষ্ঠ হয়ে আমাকে বিদেয় করে। কেন? কাজে গাফিলতি? — না তা ঠিক নয়, তবে? — হিসেবের খাতায় ঠাকুরের ছবি আর নাম গান। কে আর কতদিন সহ্য করবে।

বিয়ে থা নিশ্চই করা হয়নি? না ভাই ঐ যে বাবার একাধিক প্রচেষ্টা— তার মধ্যে উদাসী মনকে সংযত করে সংসারী করতে একটা মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে দিল

তারপর আর কি? ঘরে এলো পরমা। চেতি গ্রামের মেয়ে। একেবারে সাদাসিদে। সাত চড়ে রা নেই— বড্ড ভালো। চাওয়া পাওয়া নেই। — তবে বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না।

— আচ্ছা তখনো তোমার মতি গতি— হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই একই ছিলাম। জানতো, স্বভাব যায় না মলে। তারপর যখন ঘর আলো করে ছোট দুটো সন্তান এলো- আমি আবার বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেলাম। ঘুরে বেড়ালাম মন্দিরে, মসজিদে, শ্মশানে, কবরে, সংসারের বাঁধন যত শক্ত হয়, মনটা যেন ততই আলগা।

— বুঝেছি ভাই, তবুও জানতে চাইছি- এতো অল্প বয়সে এইখানে?— এই কথা। জ্বর- এক অজানা জ্বর- মাত্র তিনদিন।

— ডাক্তার! বাবা ডাক্তার বদ্যি কিছু বাদ দেয়নি।

ডাক্তার বলল ভাইরাস ফিভার- ১০৫ ডিগ্রি জ্বর। তারপরেই হার্টফেল। সবই তাঁর লীলা। আর তার পরেই তোমার সঙ্গে দেখা। এখন বুঝলাম— কোথায় কোথায় করেই স্বর্গে মর্তে তোমার বিচরণ। ভাই বলার কিছু নেই। খোঁজাই যখন তোমার ধ্যান-জ্ঞান, তখন তুমি অনায়াসে খুঁজতে থাকো। আমি চলি।

— সত্যিই তুমি স্বর্গের পথটা চেন না? না— এটা স্বর্গধাম। এখানে মিথ্যের চাষ হয় না। আমিও খুঁজছি। তবে দুজনার উদ্দেশ্য এক নয়। — ভিন্ন।

— কি রকম? — তুমি খুঁজছো পথ আর আমি....। না থাক, সময় হলে জানাবো। এক কাজ করো, তুমি শুরু করো পূব দিক থেকে, আর আমি যাই পশ্চিমে। ঘুরতে ঘুরতে কালের ব্যবধানে, কখনো হয়তো মুখোমুখি হতে পারি। আর তখনি জানা যাবে অভিষ্ট বস্তু পেয়েছি কিনা। বেশ তাহলে এখান থেকেই আমাদের চলা শুরু হোক।

স্বর্গ মর্তের ফারাক যেমন আকাশ পাতাল তেমনি সময়ের হিসেবও তালগোল পাকানো। মর্তের এক বছর সৃষ্টি কর্তার ব্রহ্মার নাকি এক মুহূর্ত। সেই হিসেবে কতকাল কে জানে।

তবে এক সময় শূন্যে ভাসমান দুটি বিদেহী আত্মার আবার মিলন ঘটে। দুজনেই পূব-পশ্চিমে ব্যর্থ। স্বর্গের তুলনায় পৃথিবী আকারে ছোটো। আর স্বর্গ বা শূন্য কল্পনার বাইরে। এই সামান্য পথেই যাত্রা ভঙ্গ। এই পথটুকুতেই দুজনে নাজেহাল। হাঁপাতে হাঁপাতে অনন্ত বলে— এই যে ভাই চিনতে পেরেছো? পর মুহূর্তে হাওয়ার ফিস ফিস শব্দ ভেসে আসে— নিশ্চই। বড্ড ক্লান্ত। এখনো স্বর্গের পথ খুঁজে পেলাম না। এতো অনন্ত চলা, বিরামহীন, নেই বিশ্রামের উপায়। নেই একটু থামার অবকাশ।

তাহলে এখনো পাওনি? ....না, কোন লক্ষণও নেই। আচ্ছা, তুমি কী পেয়েছো? — আমি তো পথ খুঁজি না। তবে যা খুঁজে চলেছি, তা পাইনি। পেলে তো চলাই থেমে যেত। অনন্তর ক্লান্ত স্বর— তাহলে উপায়?

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বিদেহী আত্মাটি। তারপর টেনে টেনে বলে, তুমি কি আরও অনন্তকাল শূন্যে ভাসতে চাও?

অনন্ত বলে— আর নয়। জানি, তোমার ভালো লাগছেনা। কারই বা লাগে? এই যে তোমার আশেপাশে বহু বিদেহী আত্মা শূন্যে ভাসছে, তাদেরও কী ভালো লাগে? শোন দেহ থাকলে, তার সুখ

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

দুঃখ, আনন্দ, আশা, নিরাশা, রোগ শোক, ভোগ বিলাশ, অভাব অভিযোগ সব থাকে। কিন্তু বিদেহী আত্মার তো সেই সব থাকে না। শুধু থাকে এক নাগারে চলা? আর খোঁজা।

— ধ্যাৎ, স্বর্গের পথ। ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিদেহী আত্মাটি। স্বর্গই নেই তো আবার পথ। স্বর্গ নেই? — না নেই। কোথাও নেই?

আছে, তবে এখানে এই মহাশূন্যে নয়, অন্য জায়গায়। দেখতে চাও?

— হ্যাঁ অবশ্যই। আমাকে দেখাতে পারবে? নিশ্চয়ই, এসো আমার সঙ্গে।

এক বুক আশায় ভর করে ভেসে চলে অনন্ত। বহুদূর চলার পর এক সময় নীচের দিকে তাকাতে বলে আত্মাটি। অনন্ত ঠিক মতো বুঝতে পারে না। ঢোক গিলে বলে, নীচে মানে কোন দিকে?...

বাতাসেভেসে আসে ফিসফিস স্বর— এই যে এদিকে। তাকাও। দেখো তো চেনা চেনা লাগছে...।

তারপর নির্দেশ মতো উত্তরে তাকায় অনন্ত।

পাশাপাশি কটি গ্রাম। ভোরের সোনা মাখা রোদ ঝলমলে। সূর্যের লাল আভা পড়েছে মাঠে ঘাটে খাল বিলে। সাদা মখমলের চাঁদোয়া গায়ে, কালো পাহাড়টা যেন একটু একটু করে কুয়াশা ভেদ করে উঁকি মারছে।

গ্রেসিয়ারের ফাঁক দিয়ে চোখ চালায় অনন্ত। সারি সারি লম্বা গাছের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। একটি গ্রামে চোখ যায় আটকে। বড় চেনা চেনা লাগে। সবুজে ঢাকা শান্ত গ্রাম— কোমলতা মাখা। দৃষ্টি স্থির। চোখে পড়ে দীঘির পাড়ে মাটির বড় বাড়ীখানা, সামনে মাঝখানে নিকানো উঠান, খড়ের চাল, বাঁশের বেড়া, মাটি গোবরে লেপা। পুবে ধানের গোলা, দক্ষিণে ঢেঁকি ঘর, পেছনে গোয়াল— হাঁস মুরগীর খোঁয়াড়, মাঝখানে মাটির বেদীতে তুলশী মঞ্চ। উত্তরে বেশ খোলা মেলা। সারি সারি মন্দির। ভোরের নরম আলো মাটির দাওয়ায় খেলছে লুকোচুরি। উঠোন জুড়ে চলেছে আলোর খেয়ালিপনা।

পাশের আত্মাটি প্রশ্ন করে অমন মন দিয়ে কি দেখছো ভাই? আনমনা অনন্ত— উত্তর দেয় না, আবার নীচের দিকে তাকায়।

এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ— পক্ক কেশ, সাদা কাপড় পড়া, গায়ে নামাবলী, পুজো শেষ করে ফিরছে। পাশে এক বৃদ্ধা, লাল পাড় শাড়ী পড়া- কপালে সিঁদুর। চারধারে গঙ্গাজল ছিটাচ্ছেন, উঠোন ভরা আত্মীয় স্বজন- পাড়াপড়সির ভীড়। সবাই আজ নতুন পোশাকে। বড় চেনা ছবি। অনন্তর মনটা হাহাকার করে ওঠে কষ্ট হয়। অনন্ত বুঝতে পারে আজ দুর্গোৎসব— সবার মুখে খুশির ছোঁয়া। চেনা অচেনার ভীড়ে হঠাৎ চোখ যায় আটকে। সাদা কালো পাড় শাড়ি, কপালে চন্দনের বড় টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

পিঠময় খোলা চুল। অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলে, এই মুহূর্তে ফুলের সাজি হাতে পরমা। বড়ো কমনীয়। দাওয়া আলো করে বসেছে বেশ কটি কচি কাচা। তার দুটোও ওখানে আছে। সবার হাতে নাড়ু মোয়া। আবার কেউ এক্কা দোক্কা খেলছে। খুশির জোয়ারে ভাসছে সবাই। পূব আকাশ রাঙিয়ে লাল সূর্য দিচ্ছে উঁকি। প্রকৃতির সাথে খেলছে লুকোচুরি। তারই আলোয় প্রকৃতি যেন মায়াবী হয়ে উঠেছে। সারা আকাশ জুড়ে সাত রঙে রাঙা রামধনু। সেই আলোরই প্রতিফলন ঘটেছে জলে- স্থলে- বনে- বনান্তরে

অস্থির অনন্ত দ্রুত বলে— এটা তো আমার...

মৃদু হেসে বিদেহী আত্মা বলে— হ্যাঁ, এটাই তো স্বর্গ। আর এখানেই যত স্বর্গ সুখ। এই স্বর্গদ্বারে পৌঁছানোর জন্য চাই একটা আধার।

— আধার। মানে!

আধার মানে অঙ্কুর বা ভ্রূণ— যা আমি এখনো খুঁজে পাইনি। তবু খুঁজে চলেছি..... এ পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কি আছে শেষে পথের....। জানি না।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ধারাবাহিক উপন্যাস (পর্ব- ১, ২, ৩, ৪)

সত্যনারায়ণ সৎপথী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

বংশীধরপুরের কবি

প্রতাপ সাইকেলে চলেছে ভট্টগোপালপুর, সে ওখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। যেতে যেতে তার ছেলে দেবাংশুর কথা ভাবে। দুই মেয়ের পরে ছেলেটা হয়েছে। আপন মনে বনে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। আর নিজে নিজে কথা বলে। গাছ, পাখি, ফুল, লতা পাতা তার খুবই ভালো লাগে। ছেলেটা দারুন 'বুদ্ধিমান' আর দুরন্ত। এখনো বিদ্যালয়ে যায়নি, তবে বর্ণ পরিচয় হয়েছে। ঘরে যখন যে বই পায় সবই তার কণ্ঠস্থ। চলেছে প্রতাপ আলমপুর পেরিয়ে এল আর খানিকটা দূরেই ভট্টগোপালপুর। এর আগে তো হেঁটেই যেতে হতো, ছেলেটা হওয়ার পরেই সাইকেলটা এনেছে। প্রতাপ পৌঁছাল তার সাধের কর্মক্ষেত্রে। দেখতে পেয়ে ছাত্র ছাত্রীরা কোলাহলে জুড়ে দিল বড়ো মাস্টার বড়ো মাস্টার। সাইকেল থেকে নেমে এক ধমকে সবাই যে যার শ্রেণীতে চলে গেল। তারপর হল প্রার্থনা। শম্ভুবাবু এসে গেলেন, তারপরে এলেন সবচেয়ে বয়স্ক প্রবীন কার্তিক বাবু। কার্তিক দে, তিনি রোজ হেঁটেই আসেন বাকড়া থেকে। পঠন পাঠন শুরু হল। প্রথম ও দ্বিতীয় পড়ুয়ারা চেঁচিয়ে নামতা পড়ছে। বাইরে গাছে পাখি ডাকছে। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী হাঁসছেন। টিফিন হতেই পড়ুয়ারা সব চলে গেল যে যার বাড়ীতে কিছু খেয়ে আসতে। প্রতাপ এই সময়টা গ্রামের দিকে চলে যায়। গল্পগুজব করে আজ সে কোথাও যায় নি। নির্জন স্কুল ঘরের মধ্যে তার চেয়ারে বসে আছে। কাছেই ঘুঘু ডাকছে। মনটা উদাস হয়ে যায় প্রতাপের ফেলে আসা জীবনের হারানো জীবনের দিনগুলোর কথাভাবে। বাড়ী ঢুকবার আগে খানিকটা দূর থেকে দেখতে পেল প্রতাপ সদরে রাস্তার ধারে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হরিপ্রিয়া তার আঁচল ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে খোকা। সাইকেল থেকে নামতেই এক মুখ হাসি নিয়ে ছুটে এল কাছে। বাবা তুমি না ভারী দুষ্টু। আমি তো অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে আছি এখানে। অবোধ শিশুর মুখ দেখে খুশিতে আনন্দে প্রতাপের চোখে জল এসে গেল। এরাই পারে মনের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দিতে। এখন প্রতাপের পূর্ব জীবনের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। তার বাবা অযোধ্যানাথ ছিলেন তেজস্বী আর দাপুটে। তিনি জজমানি করতেন আর খেতে খুব ভালোবাসতেন। ভরা পেট খাওয়ার পর গোটা চল্লিশ রসগোল্লা তাঁর কাছে কিছুই নয়। একবার ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্নে গেছেন কুশমাড় গ্রামে আসার পথে দেখেন, তিন চার জন মজুর একটা বাঁশের ঝাড় থেকে একটা কাটা বাঁশ টেনে বের করতে পারছেন না। মালিক কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। অযোধানাথ ব্যাপার দেখে তাচ্ছিল্যর হাসি হাঁসলেন। মালিক বলল ঠাকুর মশায় শুনছি আপনার খুব জোর তা এই বাঁশটা বের করে দিতে পারেন। কথা হল বাঁশটা বের করে দিলেই তাঁকে একমন চাল আস্ত একটা খাসি দেওয়া হবে। বামুন ঠাকুর বললেন ঠিক তো কথা দিয়েছিস। কথার খেলাপ করিস না। এই

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

বলে তিনি বাহ্মণ ভোজনের ছাঁদা বাঁধা গামছাটা সংগীদের হাতে দিয়ে এক হুংকারে এক হাতেই কাটা বাঁশটা ধরে হ্যাঁচকা টানে সেটা বাইরে বের করে আনলেন। মাল্লিক ছুটে এস পায়ে মাথা রেখে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর দুজনকে পাঠাল চাল আর খাসি, বাড়ী থেকে নিয়ে আসার জন্য। আর বলল দয়া করে আপনারা দাঁড়ান। আমার লোক চাল খাসি নিয়ে আসছে। তখন এসব সম্ভব ছিল। কেননা তখন ২ টাকায় একসের খাসির মাংস, ১ টাকায় একসের খাঁটি গব্যঘৃত পাওয়া যেত। তিনি এই গ্রামে তর্কি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়া আদি বাড়ী চরমুণ্ডীর জাতিদের দরকারে ডেকে নিয়ে আসতেন। তবে তিনি এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন। প্রতাপের মা, বিন্দুবালা দেবী তাঁর বাপের বাড়ী বাঁধগোড়ায় মারা যান। প্রতাপের বয়স তখন মাত্র আড়াই বছর। ঠাকুর অযোধ্যানাথ আবার বিয়ে করেন। সেই মহিলা দাপুটে এবং দজ্জাল। একদিনের কথা সেদিন সেই সৎ বাচ্চাটাকে খুব আদর করে কোলে বসিয়ে দুধ মাখা ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। সেদিন প্রতাপের কাকু আর কাকীমা রোহিনী থেকে এসেছেন। দুধ মাখা ভাত দেখে তার সন্দেহ হয়, তিনি সেই থালা থেকে খানিকটা ভাত তুলে নিয়ে বাইরে ফেলেছেন। কাছেই একটা কাক ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গেই ওটা খেল আর উল্টে পড়ল। আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে তাঁরা তখনই গোরুর গাড়ীতে করে অসহায় শিশুটিকে নিয়ে ফিরে গেলেন। কাকার নামটা লাল মোহন। যাই হোক সেখানেই মা হারা শিশু তাঁদের স্নেহে আদরে মানুষ হতে থাকল।

(২)

আজ রবিবার দেবাংশু বাবা মায়ের সাথে ঘুমিয়ে ছিল। ছুটির দিন দেবাংশু পা টিপে টিপে দাওয়া থেকে নামল। ঘরের পাশ দিয়ে ছোট, তর্কী নদী বয়ে যাচ্ছে। দেবাংশু সে দিকে গেল না। ঘরের কাছেই ঘাসের গালিচায় এসে বসল। চার দিক কী সুন্দর কত ফুল ফুটে আছে। গাছের ডালে বসে কত পাখি গান গাইছে। কেমন যেন লাগে। কেমন সেটা সে মুখে বলে বোঝাতে পারে না। এই বারে প্রকৃতির সাথে পরিচয় হয়। যা দেখে তাতেই দেবু খুশি হয়। সব তার ভালো লাগে। দিন আসে রাত যায়, রোদ বাড়ে, বৃষ্টি পড়ে। দেবু অবাক হয়ে দেখে আর কী যেন ভাবে। এই মহাবিশ্বের এক মাত্র নিয়ন্তা যিনি তাঁকে তো আর চোখে দেখা যায় না। অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয় তাঁর অস্তিত্ব। হঠাৎ কে যেন পিছনে এসে দাঁড়ায়। হেঁসে বলে তুই একটা আস্ত পাগল। চলরে পাগলা ঘরে চল। এখনি বাবা মা ঘুম ভেঙ্গে উঠবেন। তুই ঘরে নাই, দেখলে রাগ করবেন, দেবাংশু দেখল ছোটো দিদি তাকে হাত ধরে টানছে, নাম তার ছবি। বড় দিদি তো মামা বাড়ীতে থাকে, সেখানেই পড়াশোনা করে, এই ছায়া ভরা গাছপালা, এই অনন্ত নীল আকাশ ফুল লতাপাতা, পাখি, তন্ময় দেবু দেখছিল। এখনি ঘরে যেতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দিদিটা তাকে টেনে ধরে দিদি তাকে বলল ভয় করিস না ভাই আমি কাউকে কিছু বলব না। দেবুর খালি মনে হয় ইট, কাঠ, পাথরের দেওয়ালে ঘেরা মন্দিরে ভগবান থাকেন না। তিনি থাকেন এই প্রকৃতির মুক্ত মন্দিরে। জ্যোৎস্না রাতে তার মনের মন্দির আনন্দের বান ডাকে। এসব কথা শিশু কাউকে বলতে বা বোঝাতে পারে না। সে জানতে চায় ঐ দূর দিগন্ত রেখার ওপারে কী আছে। দিগন্ত রেখার ওপার কোন দেশ। সেখানে কেমন মানুষ, সেখানে কেমন করে যায়, তাঁরাদের

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

হীরের ফুল দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মনের মনি কোঠায় প্রশ্ন জাগে সব রাতেই আলো থাকে না কেন? তারাদের দেশে কী যাওয়া যায়? কীভাবে পাওয়া যায়? আঁধার রাতে ঝোপে, ঝাড়ে কী জ্বলে? অবোধ শিশুর প্রশ্নের পাহাড় জমে উঠে।

(৩)

বাবা ও মায়ের কাছে বর্ণ পরিচয় হয়ে যায় দেবুর। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়, ধারাপাত এই সব। ইংরেজী বর্ণমালা ও শেখা হয়ে যায় অল্প দিনেই। নূতন পড়তে শিখে মনে তার অপার আনন্দ। হাতের কাছে যা পায় তাই পড়ে নেয়। এরপর তাকে বাঁশদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। দিদির হাত ধরে সে আসে আর ছুটির পর বাড়ী ফিরে আসে। দেবু খুব সহজ, সরল মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মারের ভয় থাকলেও সে সত্যি কথাটা বলেই ফেলে। তাতেই বাবা মা শিক্ষক খুশি হয়ে যান। এইভাবে জীবনের দিন কেটে যায়। গ্রীষ্মের ছুটি পড়ল, দিদির স্কুলে তখন প্রাইমারীতে গ্রীষ্মের ছুটি ছিল না। ছিল চাষের ছুটি। কিন্তু ব্যাপারটা হল দিদি না গেলে দেবু একলা কী করে স্কুলে যায়! বাবা একটা দরখাস্ত লিখে দিলেন। দিদি তাদের প্রধান শিক্ষককে দিয়ে এল। দুদিন পরে দুপুর বেলায় দেবুর ঘুম ভেঙে গেল। সে এসে বসল বাইরের দাওয়ায়। চারদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছিল। হঠাৎ চারদিক কালো হয়ে কালো হল। সূর্যকে আর দেখা গেল না। প্রচন্ড জোরে ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকল, দিদি তার কাছে এসে বলল, কাল বৈশাখীর ঝড় উঠেছে। চলরে ভাই আম কুড়াতে যাই। তাদের ঘরের পিছনে এক মস্ত বড়ো আম গাছ, তার আম খুব মিষ্টি। গাছটা তাদের নিজেদেরই। তবু ঝড় উঠলে অনেক সময় গ্রামের ছেলেরা বেড়া টপকে চলে আসে, আম কুড়াতে তখন আবার জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে, ইয়া বড়ো বড়ো ফোটায় গা পরনের পোষাক ভিজে যাচ্ছে। গা, হাত, পা কাঁপছে কিন্তু ঘরে যাই কী করে। দু চার পা গেলেই তাদের খিড়কির দরজা। কিন্তু ঐ টুকু যেতেই ভাই বোনে ভিজে চুপসে যাবে। দিদি বলছে দেখ ভাই কাঁচা আম খাবো না। সবগুলোই মাকে দেব। মা আচার করবে। তখন বাবা স্কুলে গেলে, মা নদীর ঘাটে যাবে। সেই সময় আমরা খুব মজা করে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই আচার খাব। হঠাৎ একদিন তারা মায়ের চোখে ধরা পড়ে গেল, বেশ কদিন লুকিয়ে আচার খাওয়া চলল তাদের। দিনটা হল রবিবার, বাবা গোপীবল্লভপুরের হাটে গেছেন। মা গেছে ঘাটে, সে দিন বেশ একটু আগেই ঘাট থেকে ফিরে এল মা, ভাই বোনে দাওয়ায় বসে বেশ খুশি মনে আচার খাচ্ছিল। মা তো ব্যাপারটা দেখে রেগে কাঁই। দুম করে একটা কিল মারল দিদির পিঠে। আর দেবুর একটা কান মলে দিয়ে গালে ঠাস করে একটা চড় বসাল। বকতে লাগল, এতো পাজী তোরা, তোদের জ্বালায় আর ঘরে আর কিছু রাখার জো নেই। খানিকক্ষন পরেই বাবা হাট থেকে ফিরে এলেন, কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে তিনি বললেন দেবুকে যাতো বাবা তেলটা নিয়ে আয়। দেবু তেলের শিশিটা নিয়ে রেখে এল যথা স্থানে। বাবার কাছে বলল, বাবা মা না খুব দুষ্টু, কেনারে বাবু, কী করল? মা দিদিকে মেরেছে, আমাকে মেরেছে। ভারী অন্যায় বলে হাসতে লাগলো, হাসি থামিয়ে বললেন ঠিক আমি চান করে এসে তোদের মাকে দিচ্ছি, বলেই চান করতে চলে গেলেন। এখন অগ্রহায়ন মাস। এই সময় নদীতে অল্প একটু

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

জল থাকে। ঠান্ডা বাড়ছে। শীত বুড়ীটা তার লাঠি ঠকঠক করতে করতে তার নকসী কাঁথে ফেলে এগিয়ে আসছে। তাই নদীর জল গরম হয়নি। গ্রীষ্মে এই সময়ে তর্কী নদীর জল প্রচন্ড গরম হয়ে যায়। বাবা চান করে এসে, দেবু আর দিদিকে ডেকে নিয়ে খেতে বসলেন। মাকে বললেন তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছে আমার এজলাসে। মা মুখ টিপে হেসে একটু পরে বলল তা জজ সাহেবের কী রায় শুনি। বাবা বললেন বাচ্চারা ওরকম করেই থাকে কিন্তু মারবে না। ওদের বুঝিয়ে বলবে যাতে ওরকম না করে। দিদি বাবার কাছে শুয়ে পড়ল, দেবু রান্না ঘরের দাওয়ায় বসল। মা এখন ভাত খাচ্ছে। মা খেতে খেতে দেবুকে বলল কেন রে খোকা? শুয়ে পড় যা। দেবু বলল আমি তোমার কাছে শুব।

(৪)

মা রোজ দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে, রামায়ন মহাভারত পড়ে। দেবু মায়ের কাছে বসে খুব মন দিয়ে শুনে। শুনতে শুনতে তার মুখস্ত হয়ে গেছে। একদিন তাদের স্কুলে ইনসপেক্টার এলেন। প্রথমে দেবুদের ক্লাসে এলেন। মাস্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন, বাচ্চারাও। ইনসপেক্টর চেয়ারে বসে প্রথমে দেবুকেই ডাকলেন কাছে, দেবুর হাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগটা ছিল। তিনি বললেন পড়তো খোকা দেখি, তুমি কেমন পড়তে পার। দেবু প্রথম দিকে দু চার পাতা বেশ স্বচ্ছন্দে পড়ে ফেলল। ইনসপেক্টর বললেন, এবার শেষের দিকে একটু পড়তো। আমার শুনতে ভালো লাগছে। দেবু রাখালের, গোপালের গল্পটা এক নিমেষেই পড়ে ফেলল। তিনি খুশি হলেন বললেন তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে বসো। তারপর অন্যদের পড়তে বললেন। তারা কেউ দেবুর মতো এতো ভালো তো পড়তেই পারল না। প্রথম দিকেই ঘাবড়ে গেল। রঘুনাথবাবু ক্লাসে ঢুকলেন। ইনসপেক্টার দেবুর দিকে তাকিয়ে বললেন মাস্টার মশায়, এই ছেলেটি খুব ব্রিলিয়ান্ট, স্কুলের গৌরব। ইনসপেক্টার ক্লাসের বাইরে যেতে গিয়ে আবার দেবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, ভালো করে পড়াশোনা কর খোকা এখন আমি আসছি। আবার পরে আসব। যাই হোক আবার ক্লাস শুরু হল। আর কিছুক্ষন পরেই ছুটির ঘন্টা বাজল। মাস্টার মশায় রঘুনাথ মাহাত দোকান থেকে একগাদী চকোলেট এনে দেবুর হাতে দিলেন। সে ও গুলো প্যান্টের পকেটে রাখল। রঘুনাথ কাকু ডাকলেন, এই কাকু বাড়ী যাই। দেবু বলল, দিদি আসবে। তিনি বললেন আসুকনা, সে হয়তো রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমার সঙ্গে ধান জমির আল দিয়ে রাস্তায় চল না। সেখান থেকে দিদি নিয়ে যাবে। জানে তো আমি আছি। এইভাবে রোজ দিদির সঙ্গে দেবু আসতে না আসতে মাস্টার মশায় রঘু কাকু এসে যান। দিদি বাড়ী ফিরে যায়। মাস্টার কাকুর হাত ধরে সে স্কুলে এল। ঘন্টা পড়ল প্রার্থনার পর ক্লাস আরম্ভ হল। মাস্টার মশায় চেয়ারে বসলেন। দেবু কোনো দিকে না তাকিয়ে, বইগুলো পড়তে লাগল। অন্য কে কী করছে সে দিকে নজর দিল না। কিছুক্ষন পরে রঘুবাবু তাকে ডাকলেন। পড়া দেখাতে বললেন। একটুও না থেমে গড় গড় করে, দেবু পড়ে ফেলল। রঘু বাবু বললেন যাও এখন তোমার জায়গায় বসে শ্লেটে শতবিন্যা লিখ। দেবু ব্যাগ থেকে শ্লেট, পেন্সিল বার করে লিখতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার লেখা হয়ে গেল। মাস্টার মশায়কে দেখাল,

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

মাস্টার মশায় খুব খুশি, শ্লেট নিয়ে দেখলেন। তারপর আবার লিখতে বললেন। এবার নামতা। দেবু তার জায়গায় বসে লিখতে লাগল পাঁচ, সাত মিনিটের মধ্যেই তার লেখা হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে মাস্টার মশায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়াল। তিনি তখন অন্যদের খাতা দেখছেন। ওদের সবারই ভুল হয়েছে। মাস্টার মশায় ওদের কয়েক ঘা করে বেত মারলেন। ওরা সবাই যে যার জায়গায় বসল। দেবুর খাতা দেখে বললেন বেশ হয়েছে।, খুব ভালো হয়েছে। এবার তোমার এগার, বার এর নামতা। সে দিনটা ছিল শনিবার। পরের দিন স্কুল ছুটি। বাবা হাটে গেলেন আর মা গেলেন ঘাটে। আচারের বোতল দুটো মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন বৈশাখের শেষ দু এক দিন বাকী আছে। দিদি বলল চল ভাই মেটে আলু তুলে আনি। শীতে তে তো তোলা হয়নি একটাও। কোদাল আর শাবল নিয়ে খিড়কি দরকার কাজে তারা কাজে ল্যাগাল। দিদি বলল অনেকটা খুঁড়তে হবে রে দেবু। ছুটে যা হরি কাকুকে ডেকে আনবি। হরি কাকু বাড়ী নেই। নদীতে চান করতে গেছে। এই মাত্র লাঙল, বলদ বেঁধে তাদের জল খাইয়ে জাব দিয়ে বাড়ী গেল। দেবু ছুটে আসছে, দেবু দেখল পুন্য কাকু তার বাড়ীর দাওয়ায় বসে জাল বুনছে, সে দেবুকে দেখে বলল একী রোসে ছুটছ কেন জেঠু পড়ে যাবে যে। দেবু তাকে বলল আসল কথাটা। শুনেই সে জাল রেখে উঠে দাঁড়ায়। গ্রামের সব কাকুরা পিসিরা তাকে জেঠু বলে দেবুর ভীষন লজ্জা পায়। দিদি তখন মাটি খুঁড়ছে। পুণ্য কাকু তাকে বললে ছি না, আমরা ছেলেরা থাকতে তুই কোদাল ধরবী। তাদের আম গাছটার গা বেয়ে মেটে আলুর লতা উঠেছে। পুণ্য কাকু কাজ শুরু করল। মিনিট দশেকের মধ্যেই কাকু বড়সড় দুটো মেটে আলু তুলে আনল। ছোটো আরো চারটে। ওরা কাকুকে ওগুলো দিল। এমন সময় মা খিড়কি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কান্ড দেখে অবাক। কাকুকে বলল কী হল- পুণ্য কাকু বলল বাচ্চা দুটো বায়না ধরল। মেটে আলু তুলে দিতে বলল। মা ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পড়ে খিড়কি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দিদিকে বলল, ছবি আয়। একটা ঝুড়ি নিয়ে যা। আলু দুটো তুলে নিয়ে আয়। সদরে থাকবি তোরা। বাবা এসে ডাকলে দরজা খুলে দিবি। দিদি একটা ঝুড়ি নিয়ে এল মেটে আলু দুটো ঝুড়িতে ভরে দুই ভাই বোনে দু দিক ধরে রান্না ঘরের দাওয়ায় এনে রাখল। চাকা চাকা মেটে আলুর ভাজা খেতে দেবুর খুব ভালো লাগে। এরপরে তারা লুডো নিয়ে বসেছে, এমন সময় বাবার ডাক শোনা গেল। দরজা খোলো, ভাই বোন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বাবা সদরের বারান্দায় সাইকেল রেখে দুটো ব্যাগ হাতে করে এনে রান্না ঘরের দাওয়ায় রাখলেন। তারপর পোশাক খুলে খিড়কী দরজার সামনে বসলেন। খোলা দরজা দিয়ে নদীর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে।

ক্রমশ...

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

অসিত বরণ দে

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

অবচেতন মনের সুখ

এখানেই সবকিছুর সৃষ্টি হয় না কারো কোনো ভুলচুক,
তাই এই ধরার বুকে শিল্পী রচনা আদায় করে মনের ইচ্ছা ও সুখ
বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কিংবা প্রকৃতির বুকে ভৌগলিক অন্বেষণের সুখ।
আকাশের বুকে খোলা প্রকৃতির দেখা পেলেই শিল্পীর উজ্জ্বল হয়ে যায় মুখ
মনের ভেতরে নিজের থেকেই সৃষ্টি হয় আঁকার এক নতুন সুখ,
সেই নতুন আঁকা চরিত্রের সাক্ষী হয়ে যাই ভবিষ্যতে আমরা সবাই
সেই আনন্দকে বুকে মেখে আমরা যে সবাই ভীষণভাবে তার আনন্দ পাই।
তাই কয়েক শতাব্দী ধরে ধরার বুকে কর্মাগত শিল্পীরা করে চলেছে শিল্পের সৃষ্টি
তাই হয়তো মানুষ করতে পেরেছে এক একটা যুগের নতুনভাবে সৃষ্টি,
রচনার পরে আমাদের সবাকার সেইখানে গিয়ে পরছে চোখের দৃষ্টি
তারপর হয়ে যাচ্ছি আমরা কবি বা সাহিত্যিক বর্ষণ করছি ভাষার বৃষ্টি।
এইভাবে আমরা পৃথিবীর বুকে অঙ্কন করে চলেছি এক একটা কালে
প্রাচীন রচনাগুলোকে সংরক্ষিত করে দিয়েছি প্রাচী বা আদি কালে,
নতুন ধরণের রচনা স্থান করে নিয়েছে মানুষের সৃষ্টি নবীন বা রীতি কালে
বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ নিজেদের ধর্মকে ও রেখে দিয়েছে ধর্মের এক একটা কালে।
তার সাথে রয়েছে বিভিন্ন মুনি ঋষির নাম যাতে হেয় হওয়ার ভয় থাকে না
চট করে কেউ চায় না জড়াতে বিতর্কে তাই অতি সহজেই হয় জয়ী, ঝামেলা কোনো থাকে না,
এইভাবে আধুনিক সৃষ্টি রচনা করে নতুন রচনার পরিকাঠামো অল্পক্ষণে
যার আনন্দ উপভোগ করে বর্তমান পৃথিবীর প্রতিজনে প্রায় প্রতিদিনে।
অতীতের থেকে বর্তমানের মানুষ সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে কমদিনে
আনন্দ উপভোগ করে সমাজের বহু মানুষ তাদের নিজের মনে,
আনন্দ উপভোগ প্রকাশ করে ফেলে মানুষ তাদের নাচে কিংবা গানে
আনন্দ উপভোগের প্রকৃতি প্রকাশ পেয়ে যায় মানুষের অনন্ত নাচে কিংবা গানে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

ইতি তরফদার

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

বই

বই এর আমি বই এর তুমি
বই দিয়ে যায় মনুষ চেনা।
বর্তমান, ভূত ভবিষ্যত বইতে হয় চেনা।
বর্তমানে মুঠো ফোনে চলছে বাজিমাতের লেনা দেনা।
তাহলে বলো শিলালিপির জগৎ থেকে
এই সৃষ্টি আনল যে মেধা সে হয়েছে অচেনা।
অভিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
সে যে করেছে অভিজান
সৃষ্টিকারী জনে সে যে অভিধানের অভিজান।
বই এর আমি বই এর তুমি
বই দিয়ে যায় মনুষ চেনা।
টাকায় চেনে মুঠো ফোন, মুঠো ফোনে চেনে টাকা।
সত্য কদর না পেলে ভাই
চেনা মানুষ হয় অচেনা।
ভাই বলে ভাই ভাবিসনে আমি
অতীত নিয়ে অতীব অতুর।

কবিতা

রীনা আইচ সরকার

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

চিরন্তন

এই ধরণীতে—
যখন আমি নেই, অথবা তুমি নেই,
সমাজ সংস্কার চলবে আপন নিয়মেই—
সূর্য-চন্দ্রের উদয় অস্তের খেলা চলবেই।
রাত বা দিন থমকে থেমে যাবে না কখনই।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ চলে গেলেই—
ক্রমান্বয়ে বসন্ত আসবে শীতের শেষেই।
কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের রঙে রাঙিয়ে ফাগুন আসবেই।
বসন্তের সমাগমে বাহারী রং-এর ফুল ফুটবেই।

ফুলের সৌরভ, পাখির কাকলিতে বাতাস ভরে উঠবেই—
আমাদের কুকীর্তি বা সুকীর্তি থাকবে নব প্রজন্মের স্মরণেই।
বন্ধুজন, আত্মজনে মনে থাকবো স্মৃতি হয়েই,
জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকবেই।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

বিচিত্রা সেন

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

পৌষপার্বন

আজ পৌষপার্বন। মা সকাল থেকে জল চৌকি নিয়ে তোলা উনুনে পাটিসাপটা পিঠে করে চলেছেন। এত পিঠে কে খাবে। বাড়ীতে কেবল সৌরি, মা আর রনি। দুই মেয়ে শ্বশুর বাড়ী, তাদের বিরাট সংসারে তারা সকাল থেকে পিঠে পায়েস নিয়ে হৈ চৈ তে ফোনেও একটাও কথা বলতে পারছেন না। রনি দুটি বড় বড় বাক্স এনে দিতেই তাতে করে ভরে কাল ও কলেজ যাবার পথে দিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা আপাতত হয়েছে। আর ছোটো মেয়ে সৌরি এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি। ফিরতে ফিরতে কত বেলা হবে, ইতিমধ্যে বেল বাজিয়ে ঘরে ঢোকে উদ্ধব দাস। বড় সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহার। ছোটো মেয়ে সৌরির বন্ধু এবং কাছের লোক হয়ে গেছে। রনি নিয়ে ঘরে বসায় এবং পিঠের থালা সামনে ধরেন। খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বলে মাসীমা সৌরীকে ত দেখছি না। এখনও ফেরেনি।

মা বলেন এই ফিরল বলে বাবা। বোধহয় আজ পরীক্ষার ফল বেরবে। ও ছোট্ট একটি জবাব দিয়ে উদ্ধব পিঠে খেতে মন দেয়। উদ্ধব রেলওয়ে সার্ভিসে কাজ পেয়ে এবার মোগলসরাইতে যাচ্ছে। সেখানকার ডিভিশনাল কর্ত্তা বলে, বিরাট বাড়ী গাড়ী পাচ্ছে, সঙ্গে মা ও যাচ্ছেন। সৌরীকে দেখে ওদের সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। আশা করছেন সৌরীও এ বিয়েতে মত দেবে। মা ভাবছেন বড্ড অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে সৌরী বড্ড বিমর্ষ হয়ে থাকত এবার সবাই ওর হাসিমুখ দেখবে। মুখে তো কথাই নেই ওর হাসি কবে যে কে দেখেছে কারোই মনে পড়ে না। সন্ধ্যের মুখে সৌরী ফিরল। স্নান টান সেরে মায়ের কাছে এসে বলল কত শ' পিঠে করলে মা। পশ্চিমের শেষ রোদ জানালা দিয়ে মার মুখে তির্যকভাবে পরে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কত সুন্দরই না ছিলেন মা তাদের, কিন্তু অল্প বয়স থেকে ঐ সাদা শাড়ী বেছে নিয়ে কেবল সংসারের জন্য উদয়াস্ত খেটেই চলেছেন। এবার সৌরী মাকে নিয়ে কত আনন্দ করবে কত সুখের মুখ দেখাবে সব কিন্তু তার মনে গাঁথা আছে। মুখ ফুটে কাউকে বলেনি এমন কি দিদিদেরও না। সৌরীর সামনে পিঠের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে মা বলেন— "কিরে তোর রত্না মিত্রকে নিয়ে এলি না? বলেছিলি কত পিঠে খেতে ভালোবাসে।"

আর শোন মা বলেন উদ্ধব বলেছে কাল রাতেই ও রওনা হচ্ছে সেজন্য আজই বেশ রাতে এসে তোর সাথে দেখা করে যাবে।

ও বলে একটু গম্ভীর মুখে খাওয়া শেষে উঠে পড়ে বলে দারুন হয়েছে তোমার পিঠে। আচ্ছা মা আমি রত্নাদিকে একটু ফোন করে আসি।

পাশের ঘরে উদ্ধবকে ফোনে বলল খুব লাকি আমি তোমাকে যে পেয়ে গেলাম।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

আমার পাশ করার খবরটা আগে জানাই একটু পরে বলে তোমার আর আমার সাথে দেখা করার প্রয়োজন নেই। এক্ষুনি আমি বিয়ে করছি না। সামনেই কলেজে একটা প্রোমোশন আর প্রফেসারেরা বড্ড জোরাজুরি করছেন ডক্টরেট এখন থেকেই কর। তাদের কথা তো ফেলে দিতে পারছি না। হ্যাঁ সবশেষে বলতে বাধা নেই এই দর্জি পাড়ায় ক্ষয়া বাড়ীটা ত্যাগ করে আজই নিউ আলিপুরে একটা নতুন ছোট্ট দুকামরার বাড়ী দেখে এসেছি। ভাবনা অনেক দিনেরই ছিল মাকে একটু সুখের মুখ দেখাই আজ হঠাৎ করেই এই বাড়ীর খবরটা পেয়ে গেলাম। ওদিক থেকে উদ্ধবের গম্ভীর স্বরের জবাব আসে মাকে সুখে রাখবে ভাল কথা, কিন্তু আমাকে প্রত্যাখান করাটা কি ঠিক হবে? ভেবে দেখো। সৌরীর মনের মধ্যে এবং জিভের গোড়ায় অভিজিত ঘোষের কথাটা একেবারে উহ্যই রইল।

আবার ও বলে না উদ্ধব তুমি একজন ব্রাইট ব্যচেলর মার উজ্জ্বল মনি, তুমি নিজের পথ প্রীজ বেছে নিও। ভদ্র ঘরের সন্তান উদ্ধব। জোরাজুড়িতে না গিয়ে ফোনটা নামিয়ে দেবার আগে বলে ভাল থেকো।

আর রত্নাদি।

মনে হল রত্নাদিকে ফোন করে লাভ নেই। তবু বোতাম টিপতেই নিশ্চিন্ত হল বাড়ী নেই।

ফিরে এসে সৌরী উৎসাহে মাকে বলে রত্নাদি বাড়ী নেই বেশী থাকলে বেশ তো গোটা কয়েক আমার সাথে দিয়ে দিও। ততক্ষণে মার পিঠে পর্ব শেষ। এবার সৌরী মা ও রনিকে তার প্ল্যান সব গুছিয়ে বলে। দুদিন বাদে ২ টো ট্রাক আসবে। রনি তুই ছুটি নিবি। কেবল ৪ খানা খাট আর রান্নার জিনিস তুলবি। আর সব ফেলে দিবি বুঝলি? বাড়ী যখন নতুন হবে সবই নতুন চাই কি বল মা? রনি মহা উৎসাহ নিয়ে বলে— ছোটি তুমি কি এ. সি. ও লাগিয়েছ?

হ্যাঁ মার ঘরে। তোরটা এখনও হয়নি। মার সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কেবল মৃদুস্বরে সৌরীর গম্ভীর মুখখানার দিকে প্রশ্ন ছোড়েন— আর উদ্ধব! সে দেখা যাবে। কোনটাই হাত থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে না, সৌরীর বেশ সহজ উত্তর।

মা স্বভাবতই চিন্তিত কিন্তু সৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি কিছু বলার সাহস আছে?

রাত্রে শুতে এসে ভাবছেন নতুন বাড়ী, পড়শীরা কেমন হবে সবই যেন একটা অজানার মধ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। উপরন্তু উদ্ধবকেও হারিয়ে ফেলতে হবে যা মেয়ে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কারো কিছু বলার উপায় আছে?

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

উদয় মন্ডল

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

নববর্ষের ছোঁয়ায়

আশা বানী আমি।
নিজের মনের স্বামী।
নিরাশা বাণী নই।
নাই হতাশার খই।
নববর্ষের অভিনন্দে
মোর সাধের প্রাঙ্গণে
উজ্জীবিত পুনোদ্ধার হই।

মা সরস্বতীর আরাধনায়
নাহোক কারো প্ররোচনায়
পুজো করে যাই।
এমন অনেক ভাই।
দুই দারিদ্র কাদে।
অগে সমাজ বাঁধে।
পরিবার মোর বাদে।

মা দিয়েছেন নাম।
সমাজ দিয়েছেন দাম।
আজ মা নেই।
তবুও আছেন সেই।
স্বর্গ হতে তিনি
দিচ্ছেন আমায় চিনি।
অন্যাই গর্বিত তিনি।

গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়ে
এখন আমি অক্ষরালয়ে।
ইংরেজীতে সঞ্জীবনী কথা
দূরীভূত তাদের ব্যথা।
আশীর্বাদ পাচ্ছি তাদের
বিগ্রহ করেছি যাদের।
মন্দির কলরই ধন্য।
সদা হবেই বন্য।

আমিও ইতিহাস পড়ি।
উজ্জ্বলতে ধাতই করি।
অন্তরে সজল পাপড়ি।
অনুপস্থিত থাকে লাবড়ি
মা ভারতীর যোদ্ধা।
সদা করি শ্রদ্ধা
মনুষ্যত্বের পুরোহিত যারা।

অমহিমায় সাজবে ভারত
দেখবে গোটা বিশ্ব।
শিক্ষা নিতে আসবে তারা।
হবে ভারতের শিষ্য।
বনখানো পুষ্পে ভরা
আবার হবে বসুন্ধরা
সম্মানিত হবে মোদের
বিশ্ব শ্রেষ্ঠ পরম্পরা।

English Poem

Uday Mondal

(Poet honored with the Achena Atithi Literary Award)

To The Mothers In Omen

Hey mothers! be alert.
Hyanas are out and stout.
Hey mothers! be careful.
They are quite wild but tamed.
Hey mothers! be aware of their
hungry limbs.

I can't but bring back to my memory
The sight of the tamed hyanas
Ruthlessly rejoicing the flesh
Of the fine virgin serving the sick clays.
She was pathetically and helplessly
tossing on the bed
In intolerable pain and indignity
and shedding
Indignantly nothing but tears.
As so long the fire in her stayed,
They didn't leave the secret bed.
She couldn't help receiving drops white.
Finally, she became completely quiet.

But neither weep nor bewail.
Let the goddess Kaali in you swell.
And blow sharp the sharp and make
Garlands with the heads of the tails
And give justice to yourselves
And be a welcome fear
And prove yourselves again
All violent, fair and dear.

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রবন্ধ

মনোজিৎ দাস

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

জাতীয় যুব দিবস

১২ই জানুয়ারী 'জাতীয় যুব দিবস'। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন স্মরণ করে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

জাতির জীবনে যখন অন্ধকার নেমে আসে, শুভচিন্তা যখন ব্যাহত হতে থাকে তখন চারদিকে রোমাঞ্চ জাগিয়ে মহাপুরুষ আসেন এই মর্তধুলার ঘাসে ঘাসে। তেমনই একজন মহাপুরুষ হলেন বিবেকানন্দ।

১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারি কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বিবেকানন্দের জন্ম। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বাল্যকালে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাক নাম বিলে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৮৮৩ সালে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তার সাক্ষাৎ হয়। রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তার পর নরেন্দ্রনাথের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয় দূর হয়। তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি পায়ে হেঁটে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পরিভ্রমন করেন। ১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে জানাল, "আমার আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগন উচ্চারিত হল। তখন প্রবল করতালিতে যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তিনি পাশ্চাত্যের বহু জায়গায় হিন্দুধর্ম প্রচার করলেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন মিস মার্গারেট নোবেল।

বিবেকানন্দ ছিলেন নবযৌবনের অগ্রদূত। তিনি বলেছিলেন, 'হে ভারত ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি— পরিব্রাজক (১৮৯৯), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০৩), বর্তমান ভারত (১৯০৫), ভাববার কথা (১৯০৭)। তিনি বলেছিলেন, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনের নাম শিক্ষা।

আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি বললেন, "My play is done o mother, break my chains and make me free."

১৮৯৮ সালে ৪ ঠা জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা দিবস প্রসঙ্গে লিখলেন একটা কবিতা "To the forth of July"। ঐ দিনটি স্বামীজির কাছে হয়ত নিজের মহাপ্রয়াণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল।

১৯০২ সালে ৪ঠা জুলাই মহান মানুষটি অকালে প্রয়াণ হয়। তিনি সকলের কাছে চিরদিন দেবতার আসনে থাকবেন।

শাস্ত্র বলেন, 'রত্নাকর পুরুষ অতি মৃত্যুমেতি, ন বিভেতি কদাচন, ন বিভেতি কুতশ্চন'। অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তবুও কাউকে ভয় করেন না।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা লাইন উল্লেখ করা যায়। "If you want to know India read Vivekananda"।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

সুরঞ্জনা চ্যাটার্জী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

হৃদয়ের গভীরে

মোনালিসা তার বাবাকে খুব ভালোবাসত। ছোটো বেলায় তার মা মারা যাবার পর তার বাবা তাকে অত্যন্ত যত্নে আদরে মানুষ করেছে। ছোটো বেলা থেকে তার বাবাই ছিল তার আদর্শ। তার বাবা তার কাছে ভগবান।

তার বাবা একটা কলেজের প্রফেসার। মোনালিসা ওই কলেজ থেকে এম এ পাশ করেছে ইংলিশে। তারপর ডক্টরেট করেছে। তার বাবা যখন ঐ কলেজ থেকে রিটায়ার করেন তার পরেই মোনালিসা এই কলেজে লেকচারার হিসেবে জয়েন করে।

তার কিছুদিন পর তার কলেজের আর একজন লেকচারার রঞ্জন মল্লিক মোনালিসার সঙ্গে আলাপ করে। আস্তে আস্তে তাদের কথাবার্তা রোজ ফোনে হতে থাকে এই আলাপ বেড়ে ক্রমশ ভালোবাসায় পরিণত হয়। এখন রঞ্জন আর মোনালিসা একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারে না। তাই দুজনেই দেখা করে প্রতিদিন।

একদিন মোনালিসা রঞ্জনের কথা তার বাবাকে বলে ভয়ে ভয়ে। তার বাবা মেনে নেবে কিনা এই নিয়ে তার মনে ভয় ছিল। কিন্তু তার বাবাকে বলতে তার বাবা বলেন— হ্যাঁ মা তুমি যাকে পছন্দ করেছ তাকে তো আমি মেনে নেবোই। আমার মেয়ে যাতে খুশি আমিও তাতে খুশি। তাছাড়া রঞ্জনকে আমি চিনি ও খুব ভালো ছেলে। ও আমার এক বন্ধুর ছেলে। তারপর বিয়ে হয়ে যায় রঞ্জনের সঙ্গে মোনালিসার।

মোনালিসা আর রঞ্জন এখন কলেজের কাছাকাছি থাকে। আসলে কলেজের কাছাকাছি মোনালিসার শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুর বাড়ীতে শুধু শ্বশুর আর বর থাকে।

এদিকে মোনালিসার বাবাও একা হয়ে যায়। মোনালিসা যখন অনেক ছোটো তখন মোনালিসার মা মারা যায়। শুধু মোনালিসাকে মানুষ করার জন্যই তার বাবা আর বিয়ে করেননি। শুধু মোনালিসাকে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন মন প্রাণ দিয়ে।

মোনালিসা এখন বুঝতে পারে তার বাবা বড্ড একা হয়ে গেছে। তাই সে প্রায়ই যায় তার বাবার কাছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। যেদিন না যেতে পারে সেদিন ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলে। একটি ছেলেকে সে রেখে দিয়েছে সময়ের জন্য। সে তার বাবাকে দেখাশোনা করবে। তবুও তার বাবা একাকীত্বে ভুগতেন।

মোনালিসা তার বাবাকে বলল— "বাবা, চলো না আমার ওখানে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে হই হই করে থাকব।"

কিন্তু মোনালিসার বাবা রাজী হলেন না। বললেন— এটা আমার পৈতৃক ভিটা। এই ভিটে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

এরপর এক বছরের মাথায় একদিন মোনালিসা ফোন পায় তার বাবার কাছে যে ছেলেটিকে রেখে এসেছিল সেই ছেলেটির কাছ থেকে।

সেই ছেলেটি ফোনে বলল— "দিদিভাই, কাকাবাবুর ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মোনালিসা ও তার স্বামী গাড়ী নিয়ে চলে যায়। তখন প্রায় রাত দশটা বাজে। তাড়াতাড়ি তার বাবাকে নিয়ে চলে যায় নার্সিং হোমে। ডাক্তার বলেন— "হার্ট অ্যাটাক।" তাঁকে আই সি ইউ তে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

মোনালিসা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাবাকে সে ভীষণ ভালোবাসত। তার বাবা আর নেই এই কথা শোনা মাত্র সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

তারপর থেকে মোনালিসার মনে হয় তার মাথা থেকে যেন ছাদ সরে গেল। তার পা থেকে মাটি সরে গেল। এরপর সে প্রায়ই ওই বাড়িতে ছুটে যেত। বাড়ির চারধারে যেন বাবার ছোঁয়া পেত। বাবার জামা কাপড়ে হাত দিয়ে যেন বাবার স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করত।

একদিন হঠাৎ তার বাবার কোটটি হাতে নিয়ে মনে হল পকেটের মধ্যে কিছু আছে। পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখল একটা চিঠি। আগ্রহী হয়ে সে চিঠিটা খুলল। খুলে দেখল চিঠিটা একটা প্রেম পত্র। চিঠিটা ১৯৮০ সালের। সে প্রথমে ইতস্তত করছিল চিঠিটা পড়বে কিনা। তারপর ভাবল না পড়লে সে বুঝতেই পারবে না বাবার

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

পকেটে শেষ বয়স অবধি এই চিঠি কেন? তারপর চিঠিটা পড়ল। চিঠিতে লেখা—

প্রিয় সুকান্ত

আমি যে তোমায় কতটা ভালোবাসি তা কি করে বোঝাব বলো? কিন্তু তুমি তো কোনোদিন শুনতে চাও নি আমার কথা। আমি তো কতবার তোমাকে বলতে চেয়েছি— আমি তোমাকে ভালোবাসি। একদিন তোমাকে জোর করে শুনিয়ে ছিলাম আমার কথা। বলে ছিলাম— আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিলে আমার দিকে। কিন্তু কোনো কোন উত্তর দাওনি। তোমার চুপ করে থাকাতে আমি বুঝেছিলাম তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো। কিন্তু তোমার বাবার কথা রাখার জন্য তুমি তোমার বাবার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছ।

তারপরেও কিন্তু আমি তোমার জীবনে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এবারে তুমি ভেবেছিলে তোমার মেয়েকে যদি আমি না দেখি কিংবা তোমার বউকে সম্মান দেবার জন্যে তুমি আর আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখনি। আমি কিন্তু তোমার মেয়েকে আমার মেয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম। আর তোমাকে ভালো বেসেছি বলে এই মন আর কাউকে দিতে পারিনি।

তোমার পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে এই একাকীত্বটাকেই সাথী করে নিয়েছি। আজ আমি একা বড্ড একা। আমার ফোন নম্বরটা দিয়ে দিলাম। সম্ভব হলে এই নাম্বারে অন্তত একবার আমার সঙ্গে কথা বলো। তোমার মেয়ে ভালো আছে তো? ওতো এতো বাচ্চা বয়সে মাতৃহারা হয়ে গেল ও কিন্তু আমার সন্তানের মতো। দূর থেকে হলেও আমি ওকে ভালোবাসি।

ইতি অপর্ণা।

মোনালিসা এই ফোন নাম্বার পাবার পর ঠিক করল সে যাবে। সামনেই নববর্ষ আসছে। নববর্ষের আগেই খুঁজে বার করবে তাকে। তাকে সে মায়ের আসনে বসাবে। তার একাকীত্ব ঘুচিয়ে তাকে আপন করে নেবে।

এরপর সেই ফোন নম্বরে অপর্ণা দেবীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। প্রথম দিন ফোনে পেল না। দ্বিতীয় দিন ফোন করল মোনালিসা।

কাঁপা কাঁপা গলায় ফোন তুললেন অপর্ণা দেবী। বললেন— হ্যালো কে? মোনালিসা বলল— নাম বললে আপনি আমায় চিনবেন না। আমার বাবার নাম স্বর্গীয় সুকান্ত মুখার্জী।

— কী বললে তুমি সুকান্তের মেয়ে? মোনালিসা? কিন্তু স্বর্গীয় বললে কেন? সুকান্ত আর নেই? বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নার শব্দ ফোনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে মোনালিসা। সত্যিকারের ভালো না বাসলে এইভাবে কেউ কাঁদতে পারে না। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন— একবার তুমি আসবে মা? শুধু একবার তোমাকে দেখব।

তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন তাঁর ঠিকানা। কোন পথ দিয়ে আসলে মোনালিসা তাড়াতাড়ি আসতে পারবে।

মোনালিসা বলল— আপনি চিন্তা করবেন না আমি যাচ্ছি আমার গাড়ী নিয়ে।

এরপর মোনালিসা বেরিয়ে পড়ল অপর্ণা দেবীর বাড়ি যাবার জন্যে। কিন্তু রাস্তায় খুব জ্যাম। পৌঁছতে অনেক দেরী হল। কিন্তু তার বাড়ী পৌঁছে দেখল বাড়ীতে কয়েকজন লোক জমা হয়েছে। মোনালিসা গিয়ে বলল— "কি হয়েছে?"

একজন বলল— অপর্ণা দেবী এই কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন। ডাক্তার এসে বলে গেছেন— "সি ইজ ডেড।"

আর কিছুক্ষণ আগেই একজন উকিল এসেছিলেন। কি সব দলিল পত্র করিয়েছেন নতুন করে। মোনালিসা মুখার্জী বলে কারোর নামে সব লিখে দিয়ে গেছেন।

মোনালিসা কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিজের মাকে সে দেখেনি। কিন্তু আর একজন মাকে সে পেতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সাথে দেখা হল না। যে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে একাই জীবন কাটিয়ে দিতে পারে তার ভালোবাসা কতটা খাঁটি ছিল তা মোনালিসা মর্মে মর্মে অনুভব করল। সে অপর্ণা দেবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করল। তার পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম ও করল। ঠিক তাকে মায়ের আসনে বসিয়ে তিনদিন ধরে সব নিয়ম পালন করে তার পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম শেষ করল। তারপর দলিলটা হাতে নিয়ে আরও একবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। অচেনা অদেখা এক মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তার মনটাকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

সে ভাবল এই বাড়ীটাকে সে একটা আশ্রম গড়ে তুলবে। যেখানে মিলন হবে সমস্ত একাকীত্বে ভোগা মানুষদের।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633